

অবহু প্রজা



ডঃ শরণংকর ভিষ্ণু



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ড্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

‘অরহৎ পূজা’

চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহারের উদ্যোগে

‘মহান অরহৎ পূজা’ উপলক্ষে প্রকাশিত

প্রচ্ছদ পরিচালনায় : ডঃ শরৎচন্দ্র ডিক্কু

প্রকাশ কাল : ১ই ফেব্রুয়ারী ’৯৬ ইং
১৪০২ বাংলা
২৫৩৯ বুদ্ধাব্দ।

মুদ্রণে : প্রজ্ঞা প্রিন্টার্স’
৪৩/৩৮, নজুমিয়া বিল্ডিং (সাতকানিয়া গেটারে
পাশের গলি) নজির আহমদ চৌধুরী রোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ☎ ৬২০৪৫১

- প্রাপ্তিস্থান :
- ১। চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার
১২১, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
 - ২। মিসেস নমিতা বড়ুয়া
বাগোয়ান, রাউজান, চট্টগ্রাম।
কোড নং-৪৩৪৭
 - ৩। ভদন্ত ধর্মপ্রিয় মহাথের
অধ্যক্ষ, মহানন্দ সংঘরাজ বিহার,
মহামুণি, রাউজান, চট্টগ্রাম।
কোড নং-৪৩৪৮

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : জিতাংসু বড়ুয়া
রাজাপুর লেইন,
চট্টগ্রাম।

শ্রদ্ধাদান : পনের টাকা।

আমাদের কথা

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার বেদীমূলে মহাকাব্যিক তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি তাঁর স্বউপলব্ধ ধর্মবাণী এবং ধর্ম প্রচারের পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্য সকল দিক দিয়ে অভিনব, তথা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম পরীক্ষা নিরীক্ষার চেয়েও কোটি কোটি গুণ শক্তিশালী। যাঁর সত্য একমাত্র আত্ম-প্রচেষ্টার দ্বারাই লাভ করা সম্ভব।

আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা বুদ্ধের সুবতিন ধর্ম প্রধান ধর্ম যাঁরা চান্ত কল্পে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের অন্তরে সঠিক সত্যের বীজ রোপন করার পথ দেখিয়ে ছিলেন এবং এখনো দেখিয়ে যাচ্ছেন ^{এই} ~~সমস্ত~~ মহাশ্রাভগ্রন্থটি একটি আশীর্বাদ বিশেষ।

এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন এবং পূজার প্রচলন সম্ভবতঃ বাংলা ভাষাভাষী জনগণের কাছে এটাই প্রথম। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশী বৌদ্ধ সমাজে সত্য ধর্মের প্রচার এবং প্রসারের চেয়ে সত্য ধর্ম চর্চাকারীর সংখ্যা বেগাচীর মতো বেড়ে চলেছে। আলোচিত মহাপুরুষদের পূজা সম্মান, গৌরব এবং তাঁদের আচরিত পথ অনুশীলন ছাড়া ধর্ম জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব।

অরহৎ পূজা ইতিপূর্বে দু'বার পূজ্য গুরু ভক্তের পরিচালনায় (প্রথম মহামুনি মহানন্দ সংঘরাজ বিহার দ্বিতীয়বার হাটহাজারী থানার শুমানমদন সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার) উদযাপন করার পর চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার কমিটির উদ্যোগে তৃতীয়বারের মত উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। আমরা মনে করি বুদ্ধ পূজার সঙ্গে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত এবং জীবন্ত অরহৎদের গুণাবলী অনুসরণ, তাঁদের ধর্ম আচরণ এবং তাঁদের পূজা বন্দনা, গৌরব কল্পে বুদ্ধের ছিপিটককেই সম্মান ও রক্ষা করা সম্ভব। তাই এ গ্রন্থ মহাজীবনের মহাকর্ম

করার দূর্লভ উপহার। আশা করি আমাদের ধর্ম জীবনে এ গ্রন্থ সবার
অক্লান্ত দূর করে দেবে।

এ গ্রন্থটি যেমন দূর্লভ তেমনি গ্রন্থের লেখকও আধুনিক যুগ জীবনে দূর্লভ
ত্যাগী পুরুষ। অন্য সম্প্রদায়ের কথা বাদ দিলেও ভারত-বাংলা এ উপ-
মহাদেশে গৃহী জীবনে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে কেহ যৌবনে পবিত্র ভিক্ষু
জীবনকে সারা জীবনের জন্য গ্রহণ করছেন এমন সংবাদ আমাদের জানা
নেই। তাই পূজ্য ডঃ শরণংকর ভিক্ষুর বিরল ত্যাগ মহিমার কথা উপলব্ধি
করে মিয়ানমা (বার্মা)-এর বিখ্যাত অরহং মহাসী মেডিটেশন সেন্টার
কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিরল ধর্মদূত, আধ্যাত্মিক গুরুর স্বীকৃতির সনদ পত্র
দিয়েছেন।

আমরা বুদ্ধ এবং ভিক্ষু সংঘের জন্য বিহার নির্মাণের যে মহা পরিকল্পনা
নিয়েছি এই মহান অরহং পূজার পর এ প্রত্যাশা পূরণে কিছু উদার দানবীর
এগিয়ে এলে আমাদের সকল প্রত্যাশা সার্থক হয়েছে মনে করবো। সকলের
প্রতি আমাদের মৈত্রীময় শুভেচ্ছা রইল।

তারিখ : ৯-২-৯৬ ইং

চট্টগ্রাম।

ইতি—

চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার কমিটি

: ভূমিকা :

বুদ্ধের সুমহান সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্মের গভীর বিষয়গুলো একমাত্র ত্রিপিটক ধর, শীলবান এবং বিমুক্তিরসে পরিপূর্ণ মহান অরহৎদের দ্বারাই রক্ষিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই মহাপ্রজ্ঞাদের মধ্যে বুদ্ধের জীবদ্দশায় বুদ্ধের দুই অগ্রশ্রাবক, প্রধান ও প্রিয়সেবক শিষ্য আনন্দ মহাশয়ের তথা অশীতি মহাপ্রাবকসহ অসংখ্য প্রতিসঙ্গিদা সম্পন্ন অরহৎ, ষড়্ভাঙিসম্পন্ন অরহৎ, ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন অরহৎ, সুক্ষ্ম বিদর্শক সম্পন্ন অরহৎ এবং তৃষ্ণাক্ষয়-প্রাপ্ত ক্ষীণাস্রব অসংখ্য অরহৎরাই ত্রিপিটকের অত্যন্ত বিস্তৃত, বিশাল এবং গভীর বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের শ্রুতিতে ধারণকৃত ত্রিপিটকের বাণীগুলোই পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ করা হলো লিখিত আকারে। সেই ঐতিহ্যের সূত্র ধরে অসংখ্য ক্ষীণাস্রব অরহৎ এবং ত্রিপিটক ধর, বিনয়ধর, শীলবানদের প্রচেষ্টায় বর্তমানে ত্রিপিটকের একটি পরিপূর্ণ কাঠামো বিত্তগণ তৈরী করতে পেরেছেন। ত্রিপিটকের বাণীগুলো তাঁদের দ্বারা পঠন, অনুধাবন, আচরণ এবং রক্ষিত হয়ে আসছে। এদের মধ্যে শুধু ভিক্ষু সংঘ নয়, ভিক্ষুণী সংঘের ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অবদান কোন অংশই উপেক্ষীয় নয়। তাই বলতে পারি এরাই ত্রিপিটক রক্ষাকারী মহাপ্রজ্ঞাবান শিক্ষক হিসেবে পরিগণিত। কারণ তাঁরাই বুদ্ধের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের শীল বিনয় আচরণ-এর দ্বারাই মানব কল্যাণে সদ্ধর্ম প্রচার এবং প্রসারণের পথ, তৈরী হয়েছেন। এবং এখনো তাঁদের গদ্যসহ অনুসরণ করে যাচ্ছেন^{অনেকে}। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের জাত্যহিক ধর্মচার্য কর্মকাণ্ডে তাঁদের পূজা করাতো দূরের কথা তাঁদের নাম পর্যন্ত কেউ স্মরণ করিনা। বরং ধর্মের নামে গুরু করেছি লোকাচারের বাড়াবাড়ি এবং ব্যবসায়ী মনোভাব। ভিক্ষু এবং গৃহী উভয় সংঘ শাস্ত্রের ধর্মবিনয় সম্পর্কে কিছুটা হলুও জ্ঞান রাখলে আমাদের ধর্মচার্য ঝাড়-ফুক, তত্ত্ব মন্ত, দেব-দেবীর, পূজা নানা বাধ্য-বাধকতা, বিকালে বা রাতে বৈদ্যপূজার মতো দুরারোগ্য ক্যান্সার ধর্ম পালন করতে গিয়ে

প্রচুর টাকা-পয়সা নষ্ট করে শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হতো না।

অরহৎ পূজা বলতে অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের সকল অরহৎদের কালজয়ী মহিমার কথাই গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে স্মরণ করে বন্দনা পূজা করা হচ্ছে। এখানে শুধু আমরা অল্প কয়েকজন অরহৎ এর নাম উল্লেখ করে অরহৎ পূজার এ গ্রন্থ তৈরী করেছি।

বর্তমান গ্রন্থে উল্লেখিত একেক অরহৎের এক একটি মহান গুণ শক্তি রয়েছে বলে আমাদের উপগুপ্ত মহাত্মার সামগ্র্য ছেয়াদ, কুলুং ছেয়াদ উওমাসার ছেয়াদ এবং বনভন্তেকে আলাদাভাবে 'ফাং' করার এবং পূজা করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কারণ জীবন্ত অরহৎদের মধ্যে কেউ খান আমিস, আবার কেউ নিরামিস আবার কেউ শুধু ফলমূল খান। পূজা করার নিয়ম ও একই কারণে আলাদা করে দেয়া হল।

পরিনিবাণপ্রাপ্ত অরহৎদের (ফাং) না করে শুধু পূজার ব্যবস্থা করেছি। তবে কেউ ইচ্ছে করলে গ্রন্থে বর্ণিত পদ্ধতিতে যে কোন এক বা একাধিক অরহৎ ভন্তেদের (ফাং) করে সকাল ১১টার মধ্যে পূজা করতে পারেন। চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার কমিটির উদ্যোগে অরহৎ পূজার প্রাক্কালে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো। এ জন্য আমি তাঁদের সকলের শ্রীর্দ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি।

বুদ্ধগুণ এবং ধর্মগুণ অনুসরণ এবং পূজার সঙ্গে সঙ্গে অরহৎ সংঘের গুণ অনুসরণ এবং পূজা করে জগতের সকল বুদ্ধের অনুসারীদের মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয়ে সত্য দৃষ্টি লাভ হলে তবে আমার শ্রম সার্থক ও সফল হয়েছে বলে মনে করবো।

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং
চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার
মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

হতি—
ডঃ শরণংকর ভিক্রু

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধমহ যাঁদের উদ্দেশ্যে পূজার আয়োজন করেছি-

অরহৎ শারীপুত্র মহাথের



অরহৎ মহামোগল্যান্ন মহাথের

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ

অরহৎ আনন্দ মহাথের



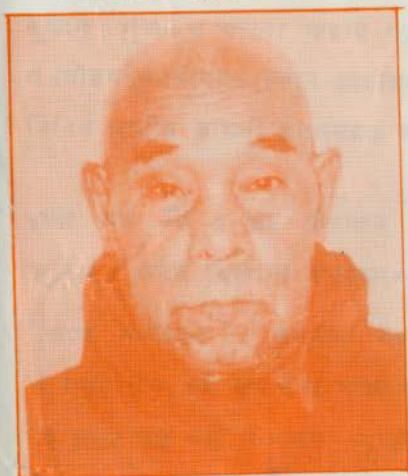
জীবন্ত অরহৎ উপগুপ্ত মহাথের



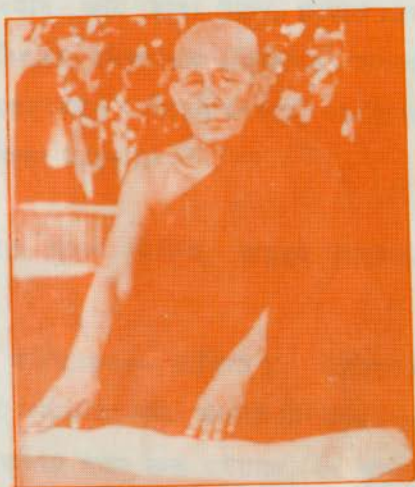
জীবন্ত অরহং তংপুলু কাবায়ে ছেয়াদ



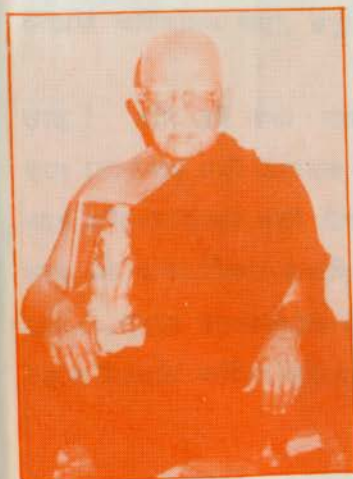
জীবন্ত অরহং উ সোভনা মহাসী মহাথের



জীবন্ত অরহং উত্তমাসার ছেয়াদ



জীবন্ত অরহং সামএংগ্রা তং ছেয়াদ



জীবন্ত অরহং কুলুং ছেয়াদ



জীবন্ত অরহং তোপম সাধনানন্দ মহাথের (বনভন্তে)

অরহৎ পূজার উদ্দেশ্য

কেহ কেহ হয়তো মনে করতে পারেন, তথাগত সম্যক সম্পূর্ণের পূজা অর্চনায় যখন আমরা ব্যাপ্ত রয়েছি, তখন আবার আলাদা করে অরহৎ-দের পূজা করার প্রয়োজনীয়তা কিসের? বুদ্ধকে পূজা করলেতো সকল ক্লীনাশ্রমের ও পূজা সম্পাদিত হয়। কেউ যদি এ ধরনের ভুল চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হয় তাদের একটা বিষয়ে জ্ঞান রাখা উচিত, তাহলে তো বুদ্ধকে পূজা ও বন্দনা করার পন্থা বিহারে বসবাসরত ভিক্ষুদের সম্মান ও গৌরব প্রদর্শনেরও কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তাঁদের আহার, পানীয় ও বিবিধ দানীয় সামগ্রী প্রদানেরও সার্থকতা থাকে না।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম কি এ প্রশ্ন উত্থাপন করে রাজা মিলিন্দ, অরহৎ নাগসেন স্তবিরের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—

“ভণ্ডে নাগসেন ! ভগবান ইহাও বলিয়াছেন— বাশিষ্ট ! ইহলোকে ও পরলোকে এই জনগণের পক্ষে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ’ আবার বলিয়াছেন— যে স্রোতাপন্ন গৃহী উপাসক—যাহার অপায় গমন রুদ্ধ হইয়াছে, যে সম্যক জ্ঞান প্রাপ্ত ও ধর্ম বিজাত হইয়াছে তাহার পক্ষেও সাধারণ ভিক্ষু বা শ্রম-নেরকে অভিবাদন করা, প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

ভণ্ডে ! যদি এই কথা সত্য হয় যে ‘জনগণের পক্ষে ধর্মই শ্রেষ্ঠতম, তবে স্রোতাপন্ন গৃহী উপাসক ও সাধারণ ভিক্ষুকে অভিবাদন করা অনুচিত। আর যদি স্রোতাপন্ন গৃহী উপাসককেও সাধারণ ভিক্ষুকে প্রণাম করিতে হয় তবে এই বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, জনগণের মধ্যে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাও উভয়কোটি প্রমাণ, আপনার সমীপে উপস্থিত। আপনাকে ইহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।”

“মহারাজ ! ভগবান ইহা ঠিকই বলিয়াছেন যে জনগণের মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠতম হয়, আর ইহাও উচিত যে গৃহী উপাসক স্রোতাপন্ন হইলেও কোন সাধারণ ভিক্ষুকে প্রণাম ও গান্ধোস্থান করিয়া সংবর্ধনা করিতে হইবে এই-রূপ করিবার কারন আছে।

সেই কারণ কি ?

মহারাজ ! শ্রামণের এই বিংশতি প্রকার শ্রমণকর গুণ ও দুই প্রকার বাহ্যিক চিহ্ন থাকে, যদ্বারা শ্রামণগণ প্রণাম, প্রত্যাখান, সম্মান ও পূজার যোগ্য হন।

সেই বিংশতি গুণ ও দুই বাহ্যিক কি কি ?

- ১) শ্রামণ পরম সত্যের জ্ঞান জন্মিত আনন্দ অনুভব করিয়া বাস করেন।
- ২) সর্বাপেক্ষা অগ্রস্থানীয় হন। ৩) সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেন।
- ৪) সদাচার পালন করেন। ৫) শান্ত দান্তভাবে বিহার করেন ৬) দৈহিক সংযম স্বাক্ষর করেন ৭) ইন্দ্রিয় নিচয় দমন করেন ৮) ক্ষমা গুণে বিভূষিত হন ৯) একাকী বিচরণ করেন ১০) একতার অভিজ্ঞা পোষণ করেন ১১) বিবেক প্রিয় হন ১২) পাপের প্রতি লজ্জা ও ভয় সম্পন্ন হন ১৩) কর্তব্য সাধনে বীর্যবান হন ১৪) সপ্রমত্ত জীবন গঠন করেন ১৫) শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই ত্রিবিধ শিক্ষা আয়ত্ত করিবার জন্য তৎপর হন ১৬) ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করেন ১৭) ধর্ম বিনয়ের অর্থ অনুসন্ধান করিয়া সংশয়মুক্ত হন ১৮) শীলাদিতে অতিক্রম উৎপাদন করেন ১৯) অনাসক্তি অভ্যাস করেন এবং ২০) শিক্ষাপদ সমূহ পরিপূর্ণ করেন শ্রামণের এই বিংশতি গুণ।

তিনি কাষায় বসন ধারণ করেন এবং ২) শির মৃণ্ডন করেন—শ্রামণের এই দুই বাহ্যিক চিহ্ন। ০ ০ ০ এইরূপ তিনি অরহণের নিকটবর্তী হন বলিয়া স্রোতাপন্ন উপাসকের পক্ষে সাধারণ ভিক্ষুকে প্রণাম ও প্রত্যাখান করিয়া সম্মান করা উচিত।

তিনি অগ্র পরিষদে (ভিক্ষু পরিষদে) উপনীত হইয়াছেন। আমি সেই পদে উপনীত হইতে পারি নাই এই চিন্তা করিয়া সাধারণ ভিক্ষুকে শ্রোতাপন্ন উপাসকের প্রণাম ও সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য।

তিনি প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ্য শ্রবণ করিতে পারেন, আমি তাহা পারি না এই চিন্তা করিয়াও ০ ০ ০ ০ কর্তব্য।

তিনি অন্যকে প্রব্রজ্যা দান করেন। উপসম্পদা প্রদানে সাহচর্য করেন এবং তদ্বরা বুদ্ধের শাসনের শ্রীকৃষ্ণ সাধন করেন, আমি তাহা করিতে পারি না। এই চিন্তা করিয়াও ০ ০ ০ ০ কর্তব্য।

তিনি অপরিমিত শিক্ষাপদ গ্রহণ করিয়া পালন করেন, আমি সেগুলি পালন করিতে পারি না এই চিন্তা করিয়াও ০ ০ ০ ০ কর্তব্য।

তিনি শ্রামণ চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন, বুদ্ধের অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমি সেই নিদর্শন হইতে বহুদূরে রহিয়াছি, এই চিন্তা করিয়াও ০ ০ ০ কর্তব্য।

মহারাজ ! অধিকন্তু যে বিংশতি শ্রামণ গুণ ও দ্বিবিধ বাহ্যিক চিহ্ন উক্ত হইয়াছে সেই সমস্ত ধর্ম ভিক্ষুর নিকট বিদ্যমান আছে। ভিক্ষুই সে সমস্ত ধর্ম ধারণ করেন। এবং অপরকে এ বিষয় শিক্ষা দেন। কিন্তু আমার সেই শাস্ত্রজ্ঞান ও অধ্যাপনা নাই, এই চিন্তা করিয়াও শ্রোতাপন্ন উপাসক পৃথকজন ভিক্ষুকে প্রণাম ও প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য।

৪। মহারাজ ! এই পর্যায়ে আপনি বুঝিবেন যে ভিক্ষু ভূমির কত মহত্ব ও অসম বিপুলত্ব। যদি শ্রোতাপন্ন উপাসক অহর্ভ সাক্ষাৎকার করে তাহার অনন্য গতি হয়— ১) হয়তঃ সেই দিনেই তাহাকে পরিনির্বাণ লাভ করিতে হয় ২) অথবা ভিক্ষু গ্রহণ করিতে হয়। মহারাজ ! প্রব্রজ্যা অচঞ্চল ! ভিক্ষু ভূমি অতি মহৎ অতি উন্নত।” ১)

এক সময় এক প্রকাবান শ্রেষ্ঠী তথাগত সম্যক সমুদ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে নবশিরে তাঁর চরণে বন্দনা নিবেদন করে বললেন, ভগবান আমরা বুকের পূজা করি, সংঘের পূজা করি কিন্তু ধর্মের পূজাতো কখনও করিনি। ধর্মের পূজা কি করে করতে হয়? বুদ্ধ বললেন ধর্মের পূজা করতে চান তো আপনারা ধর্মভাণ্ডারী আনন্দের পূজা করুন।”

শ্রেষ্ঠী মহা উৎসাহের সংগে প্রীতি হয়ে ধূপ, বাতি সূগন্ধি তৈল, বিবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য এবং বাজা বাদ্য সহকারে ধর্মভাণ্ডারী আনন্দের পূজা করার জন্য উপস্থিত হয়ে পূজা সম্পাদন করলেন।

পূজ্য আনন্দ ছবির চিত্রা করলেন আমি না হয় ধর্মভাণ্ডারী। কিন্তু ধর্ম সেনাপতি তো আমার উর্দ্ধে উজ্জ্বল আলোক প্রভায় বিরাজমান। আমি সকল পূজো উপকরণ দিয়ে ধর্মসেনাপতি সারিপুত্রের পূজা করবো। শ্রেষ্ঠীগণ সকল পূজোপকরণ নিয়ে মহা উৎসাহ উদ্দীপনায় সকলে অরহৎ সারিপুত্রের পূজা করলেন।

অরহৎ সারিপুত্র চিন্তা করলেন, আমি না হয় ধর্ম সেনাপতি, কিন্তু ধর্ম স্বামী ভগবান তো এখনও সশরীরে আমাদের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় অবস্থিতি করছেন। অতএব আমি ধর্ম স্বামী ভগবানেরই পূজা করবো। সারিপুত্র তাঁর দিনম্র প্রকার সকল পূজার অর্ঘ্য দিয়ে অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ধর্মস্বামী ভগবানের পূজা সম্পাদন করলেন।

এভাবেই ভগবান ধর্ম পূজা কিভাবে সম্পাদন করতে হয় তাহাই প্রকাবান শ্রেষ্ঠীকে অবহিত করাজেন।

এক সময় এক যক্ষ ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু জগতে কাকে পূজা এবং দান করলে উত্তম ফল পাওয়া যায়? ভগবান বললেন, “তৃষ্ণামুক্ত রাগহীন, বেষহীন, মোহহীন, ভয়হীন, রিপুজয়ী অরহৎদের পূজা সংকার এবং দান করলে মহাফল দায়ক হয়ে থাকে”।

ধমপদে উক্ত হয়েছে—

পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে যদি ব সাবকে
পপঞ্চসমতিক্কলন্তে তিপ্পসোকপবিদবে
তে তাদিসে পূজয়তো নিব্বত্তে সত্ততোভয়ে
ন সঙ্কা পুঞ্জং সংঘাতুং ইমেত্তমপি কেনচি।

যাঁরা প্রপঞ্চসমূহ (সংসার) অতিক্রম করেছেন, যাঁরা শোক, দুঃখ ও বিলাপ হতে উত্তীর্ণ হয়েছেন, যাঁরা নির্বাণ প্রাপ্ত ও অকুতোভয় (মহাপুরুষগণকে) সেই সকল পূজর্হে বুদ্ধ এবং তাঁদের শিষ্যদের পূজা করেন তাঁর পুণ্য অপরিমেয় (পরিমাণ স্থির করা যায় না)।

‘বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষু সংঘ নিয়ে জ্বাষন্তী থেকে বারানসী যাচ্ছিলেন। পথে তো দেখা নামে এক গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির প্রাসনে তাঁরা বিশ্রামের জন্য থামলেন। কিছুক্ষণ পরে এক ব্রাহ্মণ এসে সেই মন্দিরকে ভক্তিভাবে পূজা এবং প্রণাম করলেন। বুদ্ধ তখন ঐ ব্রাহ্মণকে ঐ মন্দিরের ইতিহাস বলতে গিয়ে বললেন যে কাশ্যপ বুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। তাঁর পুণ্য স্মৃতির সঙ্গে মন্দিরটি যুক্ত বলে এখানে পূজার্তনায় লোকের প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয়।” তারপর মহাপুরুষদের পূজা করার তাৎপৰ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত গাথাটি বললেন।

শাস্ত্রে আরো বলা হয়েছে—

যো চ বসসতং জন্তু অঙ্গি পরিচরে বনে,
একঞ্চে ভাবিতত্তানং, মুহত্তমপি পূজয়ে ;
যা য়েব পূজনা সেয্যো, যঞ্চে বসসতংহতন্তি ।

যে ব্যক্তি বনে শতবর্ষ অগ্নিতে হোম করে তার সেই শতবর্ষব্যাপী হোম অপেক্ষা একজন জ্বাবিতাত্ম (বিগুহ্ব চিত্ত) অহঁতের মুহূর্ত মাত্র পূজা ও শ্রেষ্ঠ।

সপ্তম খ্রীষ্ট শতকে চীনা পর্যটক হুআন চোয়াং দেখেন যে পর্বদিন সমূহে

অভিধর্মিকগণ সারিপুত্রের, বিনয়বাদীগণ উপালির, শ্রামণেরগণ রাহলের, সূত্রবাদীগণ পূর্ণ মৈত্রায়নী পুত্রের, সমাধিবাদীগণ মহামৌদগল্যায়নের এবং ভিক্ষুনিগণ আনন্দের পূজা করতেন।

অতএব অপরিস্রোত গুণ সম্পন্ন অরহৎদের পূজা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁদের এক একজনের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও গুণ শক্তির প্রভাব যেন আমরা আমাদের জীবনে কিঞ্চিৎ হলেও প্রয়োগ করতে পারি। জীবন্ত অরহৎরা হচ্ছেন বুদ্ধের আলোকউজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

যেই চর্ম চক্ষু দিয়ে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে দর্শন করার দূর্লভ সুযোগ ঘটেনি সেই চর্ম চক্ষু দিয়ে জীবন্ত অরহৎদের প্রতিকৃতি দেখে বুদ্ধরূপ উদ্ঘাটন করতে চাই। বুদ্ধ বলেছেন—“যে আমাকে দেখে সে আমার ধর্মকে দেখে, যে আমার ধর্মকে দেখে সে আমাকে দেখে।” অরহৎরা বুদ্ধের ধর্মকে দর্শন করে বুদ্ধরূপ যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাই অতীতের এবং বর্তমানের ত্রিপুঞ্জীয় অরহৎরাই আমাদের সম্মুখে নৈর্বানিক ধর্মের পথ প্রদর্শক। কারণ তাঁরা বুদ্ধ নির্দেশিত দুঃখ মুক্তির পথ অনুসরণ করে মোহ, মোহ, হিংসা, বিদ্বেষ, সংঘাতময় বিশ্বে অহিংসক হয়ে মনুষ্য, দেব, ব্রহ্ম, ইন্ড্রের পূজার শ্রেষ্ঠতম পাত্র হিসেবে অবস্থিতি করেন। আমরাও তাঁদের পদাঙ্গ অনুসরণ করার সে শক্তি পাবার জন্য তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। অরহৎগণের দেহের ভিতর বাইরের স্বাভাবিক অবস্থা উল্লেখ করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন—

পঠবীসমো নো বিরজজ্বতি ইন্দ্রখীলুপমো তাদি সুব্বতো

রহদ্রো’ব অপেক্ষকদমো সংসারো ন ভবন্তি তাদিনো।

পৃথিবীর মতো যিনি অবিচল, ইন্দ্রকীলের (নগরের প্রবেশমুখে স্থাপিত অতি উচ্চ ও দৃঢ় ভিত্ত) মত সহিষ্ণু, স্বচ্ছ সরোবরের মত সেই পুরুষের আর সংসার (জন্মান্তর) হয় না।

ବୁଦ୍ଧ ପୂଜା, ଅଗ୍ରଜ୍ଞାବକ ପୂଜା, ଅରହଂ ଆନନ୍ଦ ମହାଥେର, ଅରହଂ ମାହାସୀ
 ମହାଥେର, ଅରହଂ ତଂପୁଲୁ କାବାୟେ ଛେୟାଦ ଅତୀତେର ସକଳ ଅରହଂ
 ବର୍ତ୍ତମାନେର ଜୀବନ୍ତ ଅରହଂ ଉତ୍ତମାସାର ଛେୟାଦ ପ୍ରାୟୁଥ ଅରହଂଦେର ଏବଂ
 ଅରହତୋପମ ପୂଜନୀୟ ସାଧନାନନ୍ଦ ମହାଥେର (ବନଭକ୍ତେର) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ପୂଜା

ନମୋତସ୍ସ ଉଗବତୋ ଅରହତୋ ସମ୍ମା ସମ୍ଭବୁଦ୍ଧସ,ସ (୩ ବାର)

ଇତିପି ସୋ ଉଗବା ଅରହଂ ସମ୍ମା ସମ୍ଭବୁଦ୍ଧୋ ବିଙ୍ଗ ଚରଣ ସମ୍ପନ୍ନୋ ସୁଗତୋ ଲୋକବିନ୍ଦୁ
 ଅନୁଦ୍ଧରୋ ପୁରୀସଦମ୍ମ ସାରଥୀ, ସନ୍ଥାଦେବ ମନୁସସାନଂ ବୁଦ୍ଧୋ ଉଗବା । ନିରୋଧ
 ସମାପତ୍ତିତୋ ଉଟ୍ଟିହିତ୍ତା ନିଗିରସ୍ସ ବିୟ ଉଗବତୋ ଅରହତୋ ସମ୍ମା ସମ୍ଭବୁଦ୍ଧସ,ସ,
 ସ୍ବାକ୍‌ଧାତୋ ଉଗବତୋ ଧମ୍ମୋ, ସୁପଟ୍ଟିଗମ୍ନୋ ଉଗବତୋ ସାବକ ସଂସୋ, ତମହଂ
 ଉଗବନ୍ତୁଂ, ସଧମ୍ମଂ, ସସଂସଂ ଇମେହି ଆହାରେହି, ଇମେହି ନାନାବିଧେହି, ଫଳ-
 ମୂଲେହି, ଇମେହି ପୁପ୍ଫେହି ଇମେହି ଉଦକେହି, ଇମେହି ସୁଗନ୍ଧେହି, ଇମେହି
 ପଦୀପେହି, ଇମେହି ମଧୁହି, ଇମେହି ଲାଞ୍ଜେହି, ଇମେହି ତାଞ୍ଛୁଲେହି, ନାନାବିଧେହି
 ଅର୍ଗ୍ଗରସେହି, ପୁଞ୍ଜୋପଚାରେହି ବୁଦ୍ଧଂ ପୁଞ୍ଜେମି, ପୁଞ୍ଜେମି, ପୁଞ୍ଜେମି ।

ଇଦଂ ନାନାବିଧେହି ଫଳାମୂଲେହି ପୁପ୍ଫେହି, ଉଦକେହି ପଦୀପେହି ସୁଗନ୍ଧେହି
 ଆହାରେହି ପୁଞ୍ଜୋର୍ଚ୍ଚରେହି ପୁଞ୍ଜାନୁଭାବେନା ବୁଦ୍ଧ, ପଚ୍ଚେକ ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଗ୍ଗସାବକ
 ମହାସାବକ ମହାହିନ୍ଦ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନୋ ଅରହଂ ମହା ଗୋଦ୍‌ଗଲ୍ୟାୟନ ମହାଥେରଂ ଧର୍ମ
 ସେନାପତି ଅରହଂ ସାରିପୁତ୍ର ମହାଥେରଂ ବୁଦ୍ଧାସ୍ମା ପଞ୍ଚାନ ପିୟସେବକ ସିସ୍ସ
 ଅରହଂ ଆନନ୍ଦ ମହାଥେରଂ ସେ ଚ ପଟ୍ଟିସଞ୍ଚିଦା ସମ୍ପନ୍ନୋ, ସେ ଚ ସଢ଼ାଦ୍ଭିତ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନୋ
 ସେ ଚ ତ୍ରିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନୋ ସେ ଚ ସକ୍‌ଥ ବିପସ୍ସନା ଅରହନ୍ତାନଂ ଅତୀତା ଚ ଅର୍ଗ୍ଗ
 ମହାପତ୍ତିତା ଉ ସୋଭନା ଅରହଂ ମାହାସୀ ମହାଥେରଂ ମହାସନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନୋ ଅରହଂ
 ତଂପୁଲୁ କାବାୟେ ଛେୟାଦ ମହାଥେରଂ, ସେ ଚ ପଟ୍ଟିସଞ୍ଚିଦାସମ୍ପନ୍ନୋ ସେ ଚ ସଢ଼ାଦ୍ଭିତ୍ତ
 ସମ୍ପନ୍ନୋ, ସେ ଚ ତ୍ରିବିଦ୍ୟାସମ୍ପନ୍ନୋ, ସେ ଚ ସକ୍‌ଥ ବିପସ୍ସନା ସମ୍ପନ୍ନୋ ଅରହନ୍ତାନଂ
 ଅନାଗତା, ଅରହଂ ଉତ୍ତମାସାର ଛେୟାଦ ପଚ୍ଚୁନ୍ନମା ଚ ସେ ଅରହନ୍ତାନଂ ଅରହତୋପମ
 ପୁଞ୍ଜେ ସାଧନାନନ୍ଦ ମହାଥେରଂ ବନଭକ୍ତେ ସ୍ବାବାସୀଳଂ ଅହମ୍ପି ତ୍ତେସଂ ଅନୁବତ୍ତକୋ

হোমি। ইদং পুষ্পো পচারং দানি বস্মেনপি সুবস্মং গন্ধেনপি সুগন্ধং
সন্ঠানেনপি সুসন্ঠানং ত্রিষ্পমেব দুবস্মং দুগ্গন্ধং দুস্‌সন্ঠানং অনিচ্ছতং
পাপনিস্‌সাতি।

ইনি সেই ভগবান, অহঁত সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত,
লোকবিদ, অনুত্তর, অদম্য পুরুষের সারথি দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ
ভগবান। নিরোধ সমাপতি ধ্যান হতে উত্থিত অবস্থানকারী ভগবান
অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ, সুব্যখ্যাত ভগবানের ধর্ম, সুপ্রতিপন্ন ভগবানের
শ্রাবক সংঘ আমি সেই ভগবান, সধর্ম সংঘকে এই আহ্বার দিয়ে, এই
নানাবিধ ফল মূল দিয়ে, এই ফুল দিয়ে, এই জল দিয়ে, এই সুগন্ধি দিয়ে,
এই প্রদীপ দিয়ে, এই মধু দিয়ে, এই লাজ দিয়ে, এই তাম্বুল দিয়ে,
নানাবিধ অগ্রস দিয়ে পূজা উপচার দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করছি, পূজা
করছি, পূজা করছি।

এই নানাবিধ ফলমূল দিয়ে, পুষ্প দিয়ে, পানীয় দিয়ে সুগন্ধি দিয়ে,
আহ্বার দিয়ে, পূজা উপচারও পূজার অনুভব দিয়ে বুদ্ধ, পছেক বুদ্ধ,
অগ্রণাবক, মহাশ্রাবক, মহাঋদ্ধি সম্পন্ন অহরং মহা মোদগল্যায়ন মহাথের,
ধর্ম সেনাপতি, সারিপুত্র মহাথের, বুদ্ধের প্রধান শ্রিয় সেবক শিষ্য অহরং
আনন্দ মহাথের, অতীতে যে সকল প্রতিসত্তিদাসম্পন্ন ষড়্‌ভিত্তিসম্পন্ন,
ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন, সূক্ষ্ম বিদর্শক অরহৎগণ ছিলেন ত্রিবিদ্যাতে যারা প্রতি-
সত্তিদাসম্পন্ন, ষড়্‌ভিত্তিসম্পন্ন, ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন, সূক্ষ্ম বিদর্শক সম্পন্ন অরহৎগণ
আসবেন তাদের অগ্রমহাপণ্ডিত উ সোভনা অরহৎ মাহাসা মহাথের, মহা-
শক্তি সম্পন্ন অরহৎ তংপুলু কাবায়ৈ ছেয়াদ, অরহৎ উত্তমাসার ছেয়াদ,
বর্তমানে যে সকল জীবন্ত অরহৎগণ এবং অরহতোপম পূজনীয় সাধনানন্দ
মহাথের (বনভন্তে) ও স্বভাবশীল দ্বারা আমিও তাঁদের অনুগামী হবো।
এই পূজা উপচার বর্ণের মধ্যে সুবর্ণ, গন্ধের মধ্যে সুগন্ধ, স্থানের মধ্যে
সুস্থান, কিন্তু শীঘ্রই দুর্ভল, দুর্গন্ধ দুস্থান, অনিত্য প্রাপ্ত হবে।

অরহৎ বন্দনা

ওকাস বন্দামি ভক্তে অরহন্তানং দ্বারওয়ান কতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু
মে ভক্তে (দুতিয়ম্পি ০ ০ ০ ততিয়ম্পি)

যে চ পটিসন্তিদাসম্পন্নো অরহন্তানং অতীতা এ ,
যে চ ষড়্ভক্তিডাসম্পন্নো অরহন্তানং অতীতা চ , যে চ
ত্রিবিদ্যাসম্পন্নো অরহন্তানং অতীতা চ , যে চা সঙ্খ বিপস্সনা
অরহন্তানং অতীতা চ , যে চ পটিসন্তিদা সম্পন্নো
অরহন্তানং অনাগতা , যে চ ষড়্ভক্তিডাসম্পন্নো অরহন্তানং
অনাগতা , যে চ ত্রিবিদ্যাসম্পন্নো অরহন্তানং অনাগতা ,
যে চ সঙ্খ বিপস্সনা অরহন্তানং অনাগতা , পচ্চুপ্পমা চ
মে অরহন্তানং অহং বন্দামি স্বব্দা ।

নখি মে সরণং অগ্রং অরহন্তানং সংঘো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জন ; হোতু মে জয়মঙ্গলং ॥

প্রতিপত্তি পূজা

ইমায় ধম্মানুধম্মা পটিপত্তিয়া বুদ্ধং পূজেমি.
ইমায় ধম্মানুধম্মা পটিপত্তিয়া ধম্মং পূজেমি,
ইমায় ধম্মানুধম্মা পটিপত্তিয়া সংঘং পূজেমি
ইমায় " " " অরহন্তানং "
ইমায় " " " অরিয়নং "
ইমায় " " " ইচ্ছি মত্তা ভিক্ষবে পূজেমি
ইমায় " " " বিপস্সনা আচরিয়ো পূজেমি
ইমায় " " " আচরিয়ো পূজেমি
ইমায় " " " মাতা-পিতৃ পূজেমি
অচ্ছা ইমায় " " জাতি, জরা, ব্যাধি-মরণম্‌হা পরিমুক্তিস্সামি ।

বুদ্ধ এবং অরহৎ ভক্তদের নামসহ বন্দনা

বুদ্ধঃ বন্দামি

ধৰ্ম্মঃ ,,

সংঘঃ ,,

অরহৎ ,, সৰ্বদা, দু তিয়ম্পি ০০০ ততিয়ম্পি ০০০।

ওকায় বন্দামি ভক্তে—অরহন্তানং

" " "—মহাইন্ধিসম্পন্নো অরহৎ উপগুপ্ত মহাথেরং

" " "—আগ্গ মহাপণ্ডিত অরহৎ উ ছোব'না মহাসি মহাথেরং

" " "—ইন্ধিসম্পন্নো অরহৎ তংপুল্লু কাবায়ে ছেয়াদ মহাথেরং

" " "—লাভীনং অরহৎ সমগ্রুট্টে তামিয়া ছেয়াদ মহাথেরং

" " "—অরহৎ উত্তমাসার ছেয়াদ মহাথেরং

" " "—অরহৎ কুন্তং ছেয়াদ মহাথেরং

" " "—অরহতোপম বনভক্তে সাধনানন্দ মহাথেরং

দ্বারভূষেন কৃতং—ভক্তে কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক কর্মের দ্বারা কৃত দশ অকুশল কর্ম থেকে অর্থাৎ—হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষন, অপবাদ অবিনয়, অহংকার (দম্ভ), লোভ, বিদ্বেষ, এবং মিথ্যা বিশ্বাস হতে মুক্ত হয়ে দশ কুশল ধর্ম অর্থাৎ—সহায়তা, স্নেহ, ধ্যান, ভক্তি, সেবা, কৃতজ্ঞতা, সদগুণের বিকাশ, সদগুণের প্রশংসা, শাস্ত্র অনুযায়ী কর্মানুষ্ঠান এবং অপ্রাণ্টি পথে যেন পরিচালিত হয়।

সর্বং অপরাধং খমতু মে ভক্তে—আমার এই ভাবে বন্দনা এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রভাবে আমি যেন কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক সর্বপ্রকার আঘাত, দুঃখ, রোগ, শোক, ভয়, শঙ্কতা এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়। সর্বদা কল্যাণমিত্র সদগুরু, আর্য্য পুণ্ড্র দর্শন এবং তাঁর ধর্মদেশনা শ্রবণ করে, তাঁর আচরিত পথ অনুসরণ করে মার্গফল লাভের হেতু হউক। যতদিন পর্যন্ত পরম শান্তিময়, সুখময়, অমৃতময় নির্বাণ সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন

পর্যন্ত সর্ববিদ পুণ্য সম্পদ লাভ করা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। এই ভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার আমি বুদ্ধব্রহ্ম, ধর্মব্রহ্ম, সংঘব্রহ্মকে এবং মহান পূজা অরহৎ ভগ্নদেব, অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র ত্রিঙ্কুসংঘ এবং শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং বিনম্র চিত্তে বন্দনা নিবেদন করছি।

পঞ্চশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে তিসরনেন সহ পঞ্চশীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং ^১শীলং দেথ মে ভন্তে। দূতিয়ম্পি ০ ০ ০ ততিয়ম্পি ০ ০ ০।

অষ্টশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে তিসরনেন সহ অট্টশ সমান্নগত উপাস্থ শীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্তা শীলং দেথ যে ভন্তে। দূতিয়ম্পি ০ ০ ০ ০ ততিয়ম্পি ০ ০ ০ ০।

অরহৎ উপগুপ্ত মহাথেরকে 'ফাং' এবং পূজা করার নিয়ম :

মহাথাক্কি সম্পন্ন অরহৎ উপগুপ্ত মহাথেরকে অন্ততপক্ষে মাসে একবার 'ফাং' করা অতি উত্তম। এতে পারিবারিক ভয়, উপদ্রব, অন্তরায় রোগ-ব্যাদি উপশম হয়। পূজা করার দিন কয়েক পূর্বে কিংবা পূজার পূর্ব দিন স্নান-কৃত্য সম্পাদন করে সকাল ১০টার মধ্যে হাতে কিছু হলুদ রঙের ফুল এবং ধূপকাটি নিয়ে বিহারে বুদ্ধের সম্মুখে উপবেশন করে নিম্নোক্ত নিয়মে 'ফাং' করতে হয়। পূজারীকে 'ফা' করার দিন এবং পূজার দিন মোট দুই দিন অষ্টশীল পালন করে নিরামিষ আহার গ্রহণ করা উচিত।

পূজার জন্য পাঁচ পোয়া চাউল রান্না করে অর্ধেক চাউলের ভাত দিয়ে বুদ্ধ পূজা এবং অবশিষ্ট অংশ দিয়ে অরহৎ উপগুপ্ত মহাথের-এর পূজা করতে

হয়। পূজার জন্য আলাদা আলাদা পাত্রে সকল প্রকার ফলমূল, দই, মিষ্টি দুধ এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজ্য দিয়ে নিরামিষ পূজা করা অতি উত্তম। পূজার জন্য নদী, পুকুর, 'ছড়া' কিংবা বাড়ীর সম্মুখস্থ জায়গায় জলের উপর ভাসমান বিহারাকৃতির একটি ছোট্ট ঘর তৈরী করে উপগুপ্ত মহাথের এর ছবি স্থাপন করে পূজা করা যায়। 'ফাং' না করেও প্রতিদিন উপগুপ্ত মহাথের এর ছবি বুদ্ধের আসনের সঙ্গে স্থাপন করে স্বাভাবিক বুদ্ধ পূজার মতো সম্পাদন করা যায়। সন্ধ্যায় ফুল, পানীয় জল, ধূপকাটি এবং প্রদীপ দিয়ে পূজোন্ন্যাস সম্পাদন করা প্রয়োজন।

ফাং করার নিয়ম -

নমো তস্মৈ গুপ্তবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স। (৩ বার)

মহাঋদ্ধি সম্পন্ন মার বিজয়ী অরহৎ উপগুপ্ত মহাথের মহোদয়াক নমস্কার
(৩ বার)

ঋদ্ধেয় ভণ্ডে অদ্য ০ ০ ০ তারিখ হতে আগামী ০ ০ ০ তারিখ পর্যন্ত আপনাকে বিহারের পূজারীর বাড়ীর পূণ্যার্থীর পক্ষ থেকে পূজা ০ ০ ০ উপলক্ষে 'ফাং' বা নিমন্ত্রণ করছি যাতে, আপনার প্রভাবে আমার / আমাদের সকল ভয় অন্তরায়, দুঃখ - উপদ্রব, ঝড়-ঝুটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মারের প্রভাবে সৃষ্টি না হয়ে অবিদ্যা দূর হয়ে সদ্ধর্ম শাসন প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষা কল্পে যথাকালে বারিবর্ষন করে আমরা ধনধান্যে পরিপূর্ণতা লাভ করি। এবং পারম্পরিক ভ্রূণ বুঝাবুঝির অবসান হয়ে সুখে শান্তিতে যেন থাকতে পারি এ জন্যে আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি।

পূজনীয় ভণ্ডে, আপনি অনুকম্পা পূর্বক আমাদের প্রার্থনা এবং 'ফাং' গ্রহণ করুন।

দুতীয়ম্পি ০ ০ ০ ততীয়ম্পি ০ ০ ০ ঐ

পূজা ও প্রার্থনা

ইতিপি সো মহা ইন্ধিসম্পন্নো অরহৎ উপগুপ্ত নাম মহাথেরং ইমিনা
পুপ্ফেণা, উদ্ভেন দীপেন ধূপেন আহারেণ পূজেমি, পূজেমি, পূজেমি।

ইদং পূপং পূজং, উদক পূজং দীপ পূজং ধূপ পূজং নানা বিদেহি
আহার পূজং অরহং উপগুপ্ত মহাথেরং সভাবশীলং অহম্পি তেসং অনু-
বত্তকো হোমি। ইমিনা বন্ধন মানন পূজাপটিপত্তি অনুভাবেন আসবক্ষয়া-
বহং হোতু সৰ্বা দুঃখ, সৰ্বা রোগা, সৰ্বা ভয়, সৰ্বা অন্তরায় পমুঞ্চতুতি।

সমুদ্র গর্ভে সর্বদা অষ্ট সমাপত্তি ধ্যানে নিরত মহান পূজ্য মহা অলৌকিক
ঋদ্ধি সম্পন্ন অরহং ভক্তে উপগুপ্ত মহাথেরকে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি বিনয়
চিত্তে পূজা অর্চনার প্রভাবে আমি / আমাদের যেন সকল প্রকার অন্ধ
কুসংস্কার এবং বিভ্রান্তিমূলক সকল ধর্মীয় নীতি নিয়ম পরিহার পূর্বক
কল্পনাময় তথাগত বুদ্ধের মহান আর্ষ-অষ্টাঙ্গিক নীতি পথে নিজেকে পরি-
চালিত করে সংসার দুঃখের সকল বন্ধন ছিন্ন করার হেতু হউক।

এই পূজার ফলে সদ্ধর্ম পথে পরিচালিত থেকে পাপীমিত্র ও নীচ ব্যক্তির
সংসর্গ যেন না হন। কল্যাণমিত্র এবং সাধু ব্যক্তির সঙ্গ যেন লাভ হয়।
কঠিন শিলাময় পর্বত যেমন বাতাসে বিচলিত হয় না, তেমনি / আমরা ও
যেন নিন্দা প্রশংসায় তথা অষ্ট লোক ধর্মে অবিচল থাকি। এই পূজার
প্রভাবে আর্ষদের আচরিত পথ অনুসরণ করার মানসিক দৃঢ়তা লাভের
হেতু হউক।

**পরম পূজ্য অরহং সামঞ্জ্য তং তামিয়া ছেয়াদকে 'ফাং' এবং
পূজা করার নিয়ম :-**

আমার / আমাদের এবং সর্বাঙ্গীভব কল্যাণমিত্র পূজনীয় ভক্তে অরহং লাভী
শ্রেষ্ঠ সামঞ্জ্য তং তামিয়া ছেয়াদ আগামীকাল ০ ০ ০ বার আমি/
আমরা আমাদের বিহারে/বিহার কমিটির সকল উপাসক/উপাসিকাদের পক্ষ
হতে পিণ্ডপাত গ্রহণের জন্য আপনাকে সবিনয় 'ফাং' (নিমন্ত্রণ) করছি।
যাতে যতদিন পর্যন্ত জন্মজন্মান্তর সংসার পরিভ্রমণের দুঃখ অতিক্রম করে

পন্নম সুখমন্ন নির্বান প্রাপ্ত না হই ততদিন যেন সকল ভোগ সম্পত্তি লাভের
হেতু হয়। অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের সম্রাজ্ঞ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। এভাবে
হাতে ফুল ও জ্বলন্ত ধূপকাটি নিয়ে তিনবার প্রার্থনা করতে হবে।

বিঃ দ্রঃ—জীবন্ত অরহৎ সামঞ্জ্ঞা তৎ ছেয়াদকে পূজার পূর্বদিনে স্নান করে
বিহার বা নিজ নিজ বাড়ীতে সকালে বুদ্ধমুতির আসনের সম্মুখে হাতে যে
কোন ফুল এবং ধূপকাটি নিয়ে 'ফাং' করতে হবে। নিমন্ত্রণ করার দিন
এবং পূজার দিন মোট ২ (দুই দিন) অষ্টশীল পালন করে নিরামিষ আহার
(মাছ, মাংস, ডিম বাদ দিয়ে) গ্রহণ করা উচিত। পূজা ও নিরামিষ করতে
হবে। বুদ্ধমুতির সঙ্গে অরহতের ছবি স্থাপন করে প্রতিমাসে একবার বাড়ীতে
'ফাং' করে পূজা করা অতি উত্তম। 'ফাং' না করে ও প্রতিদিন বাড়ীতে
নিরামিষ পূজা করা হয়। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাসহকারে পূজা, বন্দনা এবং
নিজ নিজ প্রার্থনা অনুযায়ী প্রার্থিত বিষয় যেমন- ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি,
চাকুরী পাখিষ ভোগ সম্পদ বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস। বিস্তারিত পরিশিষ্টে
দেখুন।

পূজা এবং প্রার্থনার

ইতিপি সো অরহৎ লাক্কীনং সামঞ্জ্ঞা তৎ তামিয়া সেন্নাদ নাম মহ'থেরং
ইমেহি নানা বেধেহি খজ্জ-ভোজ্জ ফল-মুণ্ণেহি, ইমেহি পুপ্ফেহি, ইমেহি
উদকেহি, ইমেহি, সুগন্ধেহি ইমেহি দীপেহি ইমেহি নানাবিধেহি পূজোপচারেহি
সামঞ্জ্ঞ তৎ তামিয়া ছেয়াদ পুজ্জেমি, পুজ্জেমি পুজ্জেমি। ইমিনা বন্দনামানন
পূজা পটিপত্তি অনুভাবেন আসবক্খয়াবহং হোতু সৰ্বা দুক্খা পম্বুৎসু।

এই পূজার প্রভাবে আমরা সকল প্রকার কাল্পনিক এবং মিথ্যা দৃষ্টিমূলক দেব
দেবীর পূজা-অর্চনা তথা তত্ত্বমন্ত্রের অন্তত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকি এবং বুদ্ধ
নির্দেশিত ধ্যান পথে বিচরন করায় জ্ঞান শক্তির ভর আমায় / আমাদের
হেতু হউক।

এই পূজার প্রভাবে আমি / আমরা যেন সত্য এবং সুন্দরের পূজারী হই। পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণে নিয়োজিত থেকে এই দুঃখময় পৃথিবীতে সৌন্দর্যের মানস প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করার শক্তি, সাহস, ধৈর্য্য যেন লাভ করতে পারি। সর্বদা যেন কল্যাণ কর্মে তৎপর হই। মনকে রাগ, ঘৃণা এবং মোহ এই ত্রিবিধ পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারি। পুণ্য কাজে যেন আলস্য না থাকে।

শরীর সুগন্ধযুক্ত অরহৎ কুলুং ছেয়াদকে 'ফাং' এবং পূজা করার নিয়ম :
 আমরা / আমাদের পরম কল্যাণমিত্র সর্বপ্রাণী এবং দেবতাদের পূজনীয় মঙ্গলকামী আচরিয়ে ভক্তে সর্বদা শরীর সুগন্ধযুক্ত অরহৎ কুলুং ছেয়াদ আগামীকাল ০ ০ ০ বার আমাদের বিহারে / বিহার কমিটির সকল উপাসক/উপাসিকা এবং পূজারীদের পক্ষ থেকে পিণ্ডপাত গ্রহণের জন্য আপ-
 নাকে সবিনয়ে 'ফাং' (নিমন্ত্রণ) করছি। যাতে আমাদের সর্ববিদ দুঃখ দূরীভূত হয়ে শরীর সর্বদা সুগন্ধময় এবং প্রফুল্ল থাকে। অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করুন। এভাবে হাতে ফুল এবং জলভূষ্মকাটি দিয়ে তিনবার প্রার্থনা করতে হবে।

বিঃ দ্র:—জীবন্ত অরহৎ কুলুং ছেয়াদকে অরহৎ সামগ্র্য তৎ তামিয়া ছেয়াদকে 'ফাং' করার নিয়মে 'ফাং' করতে হবে। তবে পার্থক্য এই তাঁকে ধুমাত্র নানাবিধ ফল-মূল, ফুল, মোমবাতি, পানি এবং ধূপকাটি প্রভৃতি দিয়ে পূজা করতে হবে। কারণ তিনি ফল ছাড়া অন্য কিছু আহার গ্রহণ করেন না। এতে ভাত তরিতরকারীসহ কোন আমিষ দেয়া অনুচিত।

পূজা এবং প্রার্থনা

ভিগি সো গন্ধ-সন্তার যুজেন সন্নীরং অরহৎ কুলুং ছেয়াদ নাম মহাধেয়ং
 মিহি নানা বিদেহি ফল মূলেহি দীপেহি পুগ্গেহি, সৃগ্গেহি, ইহেহি
 কাদেহী পুজোপচারেহি পুজেমি, পুজেমি, পুজেমি। এবমেব সৰ্ব্বেন্দ্রিয়ং

অনিচ্ছা সৰ্ব্ব সংখ্যার দুঃখা, সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মা অনন্তাতি ।

শরীরের সৰ্বদা সুগন্ধযুক্ত মহান অরহৎ কুলুং ছেয়াদকে এইভাবে পূজার
প্রভাবে যতদিন পর্যন্ত নিৰ্বান শান্তি প্রাপ্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত সকল ভোগ
সম্পত্তি এবং উৎকৃষ্ট ফল মূল লাভের হেতু হউক । এই পূজার প্রভাবে
জন্ম, দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, শোক দুঃখ, প্রিয় বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ,
অপ্রিয় সংযোগ জনিত দুঃখ, প্রত্যাশিত বস্তু না পাওয়ার দুঃখ এবং মৃত্যু
দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের হেতু হউক ।

অরহৎ উত্তমাসার ছেয়াদ

এবং

বনভণ্ডেকে 'কাং' এবং পূজা করার নিয়ম :

পরম পূজনীয় ভণ্ডে, দেব মনুষ্যের হিতের জন্য পরম সুখের জন্য এবং সকল
প্রাণীর মঙ্গলের জন্য (অন্ন বিহারে বা স্বানের) উপাদক/উপাসিকাদের পক্ষ
থেকে আমরা সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

অতএব পূজ্য ভণ্ডে অনুকম্পা পূর্বক আমাদের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করুন ।
এভাবে হাতে ফুল নিয়ে তিনবার প্রার্থনা করতে হবে ।

পূজা করার নিয়ম :

অরহৎ উত্তমাসার ছেয়াদ এবং অরহতাপম ক্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির
(বনভণ্ডে)-কে অরহৎ সামগ্র্য তং তামিয়া ছেয়াদকে পূজা করার নিয়মে
পূজা করা যায় । গ্রন্থের কলেবর রুদ্ধির ভয়ে পূজার নিয়ম আলাদা করে
লেখা হলো না । পূজারীরা ইচ্ছে করলে বনভণ্ডেকে (আমিশ ও নিরামিশ
পূজা করতে পারেন) এবং পূজ্য অরহৎ ভণ্ডেদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন (যাঁর পূজা
যেভাবে করতে বলা হয়েছে) পূজোপকরণ দিয়ে যেমন আহার পানীয় ফল-
মূল প্রদীপ এবং সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সাধারণ পূজা করার নিয়মে আলাদা ভাবেও

উৎসর্গ করতে পারেন। তবে যাঁর উদ্দেশ্যে পূজা করছেন পূজা করার সময় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করে বন্দনা করবেন।

যেমন আহাৰ পূজা করার সময়—

অধিবাসেতু নো ভুতে 'পূজয়ে লাভীনং অরহং সামগ্ৰ্য তং তামিমা ছেয়াদ'
ভোজনং পরিকপ্পিতং অনুকম্পং উপাদায় পটিগপ্হাতু উত্তমং।

যে কোন মার্গফল লাভী ভিক্ষুকে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে পূজা, বন্দনা এবং দান দিয়ে প্রার্থনা করলে সে প্রার্থনার সুফল বর্তমান জীবনে কোন কারণে প্রদান না করলেও ভবিষ্যৎ জীবনে অবশ্যই ফল প্রাপ্ত হওয়া যাবে। তাই পূণ্যাকাঙ্ক্ষী যে কোন নর নারী বনভোক্তার কাছে সশরীরে উপস্থিত হয়ে দান কার্য সম্পাদন করে প্রার্থনা করা একান্ত উচিত।

অরহৎ ভক্তদের 'ফাং' ও পূজা করার সময় এবং

পূজার পর অনুভূতি :—

যে কোন পূণ্যাকাঙ্ক্ষী নর-নারী শীলাদি গ্রহণ করে ক্লগণতা পরিত্যাগ করে গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং ভক্তি প্রদর্শন করে চিত্তের নির্মলতা আনয়ন পূর্বক অরহৎ ভক্তদের 'ফাং' করেন তাঁদের 'ফাং' করার সময় শরীর ক্লোমাক্ষিত হওয়া, হাত কেঁপে উঠা কিংবা হাতে নেয়া ফুল ঘুরে উঠা, নানা ধরনের ফুলের সূচাগ ভেসে আসা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো ঘটে থাকে।

পূজা উৎসর্গ করার সময় নানা ধরনের সুখময় অনুভূতি জাগ্রত হয়। পূজার পর পূজারীরা ধ্যান অনুশীলন করতে বসলে (বিশেষ করে যাঁরা যোগ্য আধ্যাত্মিক গুরুর অধীনে কর্মস্থান ভাষনা করেছেন) তাঁরা অরহৎ ভক্তদের 'ফাং' গ্রহণ করার দৃশ্য, অরহৎ ভক্তেরা পূজার স্থলে আগমনের দৃশ্য, অরহৎ ভক্তদের আহাৰ গ্রহণের দৃশ্য এবং পূজারীদের প্রতি অরহৎ ভক্তদের হাত নেড়ে আশীর্বাদ করার দৃশ্যাবলীসহ নানা স্বকম নিমিত্ত ধ্যানের

ধ্যান ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। যার বাস্তব অনুভূতি একমাত্র সত্য সন্ধানী বীৰ্ণবান ধ্যানী নারী-পুরুষ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কিছু ঘটনার অবতারণা করে আমন্ত্রা করে আমাদের অগ্রহণ পূজ্য উদ্দেশ্যকে আরো পরিষ্কার করতে চাই—

সারনাবের ঋষিপতন মৃগদাথে বুদ্ধ তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের অর্থাৎ কৌণ্ডিন্য, ভদ্রিয়, বাপ্প, অশ্বজিৎ, মহানামের কাছে প্রথম তাঁর নবলব্ধ সদ্ধর্ম প্রচারের শুভ মুহূর্তটি দেব মানবের ধর্ম জগতে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন হিসাবে চিহ্নিত।

তাই যে কোন প্রজাবান উপাসক/উপাসিকাগণ বুদ্ধ পূজার সঙ্গে বুদ্ধের পঞ্চ-বর্গীয় শিষ্যদের কথা স্মরণ রেখে তাঁদের উদ্দেশ্যে পূজা এবং বন্দনা নিবেদন করা উচিত। বুদ্ধের দুই অগ্রশ্রাবক তথা মহাপ্রাজ্ঞ শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন সারীপুত্র, বুদ্ধের অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মহামৌদগল্যান, এবং অশীতি মহাপ্রাবক তথা বুদ্ধের ধুতাজবাদী এবং চতুর্বিধ প্রতিসম্মতিপ্রাপ্ত অগ্রহণ শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন মহাকাশ্যপ, বুদ্ধের দিব্যচক্ষু সম্পন্ন শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন অনুরুদ্ধ, বুদ্ধের ধ্যানরত শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন রৈবত, বুদ্ধের বহুশ্রুত শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আনন্দ, বুদ্ধের প্রচুর লাভ সংকার লাভী শিষ্যগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন সীবলী, বুদ্ধের বিনয়ধর্ম শ্রাবকদিগের মধ্যে উগারি ছিলেন অনাত্ম, তথাগত বুদ্ধের মার্গস্থ - ফলস্থ আর্হপ্রাবক-গণের মধ্যে শুণানুসারেও বহুস পরিমাণ পার্থক্য দৃষ্ট হয় যেমন : বীৰ্ণবানের মধ্যে সোণ কোলিষাসী, স্মৃতিমানের মধ্যে সাগত, প্রজাবানের মধ্যে বক্রলি, সমাধি লাভীর মধ্যে চুলপঙ্কজবির প্রভৃতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন।

অপরদিকে ভিক্ষুণী সংঘের মধ্যে অগ্রহণ উৎপলবর্ণা এবং ক্ষেমাদেবী ছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবিক। যেই 'পাঁচশ' শাক্য মহিলা মহাপ্রজ্ঞাপতি গৌতমীর সঙ্গে প্রব্রজ্যা এবং উপসম্পদা লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেই অগ্রহণ প্রাপ্ত

হয়েছিলেন। ভিক্টরী আত্মপালী এবং ভিক্টরী ভদ্রা কাপিলানী ছিলেন
ষড়্ভাতিজসম্পন্ন অরহৎ। এঁদের মধ্যে মহাবীৰ্য পন্নায়ন, শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা বিমুক্তি
জ্ঞান প্রাপ্ত ভিক্টর এবং ভিক্টরীরাই মানব কল্যাণে রেখে গেছেন তাঁদের
সুউচ্চ আদর্শ এবং অনুপম দৃষ্টান্ত।

বুদ্ধের জীবজন্মায় এ ধরনের অসংখ্য ভিক্টরী ভিক্টরীগণ বুদ্ধের বিনয় শিক্ষা
অনুশীলন করে লোকোত্তর শান্তি সুখের তৈল দ্বীপ রচনা করে অমরত্বের
সাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যাঁদের কথা গ্রিপিটকের নানা স্থানে উজ্জল
ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর অরহৎ মহাকাশ্যপের নেতৃত্বে প্রতি-
সত্তিদা প্রাপ্ত, ষড়্ভাতিজ পঞ্চমত অরহৎ এর উপস্থিতিতে রাজগৃহের সপ্ত
পনী গুহায় সাতমাস যাবৎ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম সঙ্গীতির কাজ
সুসম্পন্ন হয়। সঙ্গীতিতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন অরহৎ আনন্দ
মহাস্থবির এবং অরহৎ উপাধি মহাস্থবির।

ভগবানের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পর অরহৎ যশ স্থবিরের উদ্যোগে
বৈশালীর বালুকারামে রাজা কালাশোকের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে দ্বাদশ
লক্ষ ভিক্টরী মধ্য হতে প্রতिसত্তিদা প্রাপ্ত গ্রিপিটকধর সাতশত ভিক্টরী নির্বাচিত
হয়ে আট মাস যাবৎ দ্বিতীয় সঙ্গীতির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিলো।
সঙ্গীতিতে রেবত স্থবিরের প্রণয়ে সর্বকামী স্থবির যথাধর্ম, যথা বিনয় উত্তর
প্রদান করে ছিলেন।

ভগবানের মহাপরিনির্বাণের ২১৮ বৎসর পর প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের
পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অরহৎ মোদ্গলি বৃহৎ তিম্য স্থবিরের নেতৃত্বে প্রতি-
সত্তিদা প্রাপ্ত ত্রিবিদ্যা সম্পন্ন গ্রিপিটকধর সহস্র ভিক্টরী নির্বাচিত হয়ে নয়
মাসে এই তৃতীয় সঙ্গীতির কাজ সুসম্পন্ন হয়।

রাজা বটুগামিনীর রাজত্বকালেই ১০১—৭৭ খৃঃ পরে ৮৮-৪৬ খৃঃ পূর্ব সিংহলের অশোক বিহারে মাননীয় ত্রীমৎ রক্ষিত হুবিয়ের সম্ভাপতিত্বে পঞ্চশত অতি উন্নত শীলবান পণ্ডিত ত্রিপিটকধর ত্রিফু সংঘ নিয়ে চতুর্থ সম্মতি অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংগায়নে যে সকল অরহৎ, ত্রিপিটকধর, মহাপ্রজ্ঞাবান, শীলবান থের এবং মহাথেরগণসহ পর্যায়ক্রমে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত যে সকল মহান পুণ্য আর্ষশ্রাবকগণ এবং বিনয়ধর ত্রিপিটকধর অসংখ্য থের মহাথেরগণের দ্বারা ত্রিপিটকের মহান শিক্ষাকে সু-কঠিন বীর্যবতার দ্বারা আচরণ এবং সুরক্ষা করে বুদ্ধের বিস্ময়কর ধর্ম দর্শনের সুনির্দিষ্ট পথকে দেব মানব তথা সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য অনুসম আদর্শ হিসাবে রেখে গেছেন সেই সকল থের-থেরীরাই বুদ্ধের পবিত্র ত্রিপিটক রক্ষাকারী মহান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী হিসাবে সকলের কাছে সমাদৃত এখানে উল্লেখ্য যে, মিয়ান মারের (বার্মা) প্রয়াত ধার্মিক প্রধানমন্ত্রী উনু-র পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫৬ ইং ষষ্ঠ সংঘায়নে অগ্রমহাপণ্ডিত অরহৎ উ সোভনা মাহাসী মহাথের প্রশংসিত হিসাবে একক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তারাই বুদ্ধের এবং তাঁর ধর্মের গৌরব এবং সংঘের গৌরব বন্ধনকারী অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র। সংঘের গৌরবে গৌরবান্বিত তৃষ্ণামুক্ত খীনাস্রব তথা আর্ষশ্রাবক ও শীলবানদের দান, পূজা, বন্দনা সম্মান ও গৌরব করে সংসারী মানুষ অত্যন্তপক্ষে মনুষ্যালোকের মনুষ্য সম্পত্তি, দেবলোকের দেব সম্পত্তি, ব্রহ্মলোকের ব্রহ্মসম্পত্তি, লাভের হেতু উৎপন্ন করতে পাবেন। যদিও সকল বৌদ্ধদের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্বান সাক্ষাৎ করা। কিন্তু মানুষের অতীতের পারমী এবং প্রার্থনার তারতম্যে বহুল পরিমাণ পার্থক্য দৃষ্ট হয় বলে সবার লক্ষ্য এক হতে পারে না। মানুষের মধ্যে ছয় প্রকার চরিত্র বিশিষ্ট লোক দেখা যায়। যেমন—স্নাগ চরিত, দ্বেষ চরিত, মোহ চরিত, প্রজ্ঞা-চরিত, বুদ্ধি চরিত, বিতর্ক চরিত। তাই বিভিন্ন চরিত্র বিশিষ্ট মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাও ভিন্ন হতে থাকে।

বুদ্ধের ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী সংঘের মধ্যে গুণানুসারে যেমন— নানাবিধ পার্থক্য দৃষ্ট হয় তেমনি বুদ্ধের একান্ত ভক্ত উপাসকদের মধ্যে মহারাজ বিহিসার, রাজা প্রসেন জিৎ, মহারাজ অনাথপিত্তিক, ধার্মিক উপাসক অজাতশত্রু, সম্রাট অশোক, প্রভৃতি এবং উপাসিকাদের মধ্যে মহাউপাসিকা বিশাখা, সুপ্রিয়া, সন্মনা, মল্লিকাদেবী, উত্তরা প্রভৃতির দান চেষ্টনা এবং বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা এবং বিশ্বাস কিংবদন্তির মতো পরিগণিত। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত উদার দান মহিমা এবং সেবা পরায়ণতার গুণে সংঘের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিকশিত হয়েছিলো।

বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক, মহাশ্রাবক এবং অসংখ্য শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে প্রতিসন্তিদা প্রাপ্ত, ষড়্ভক্তিসম্পন্ন, ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন, সূক্ষ্ম বিদর্শক এবং তৃষ্ণামুক্ত সকল অরহৎরাই তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধের পূজার সঙ্গে সর্বদা পূজার অতি শ্রেষ্ঠ পাত্র।

এইখানে একটা কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন অতীতে মিয়ানমা, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ডে প্রভৃতি খেরবাদী বৌদ্ধ প্রধান দেশে ত্রিপিটক রক্ষাকারী অসংখ্য মহাপ্রাজ্ঞবান ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও দুঃখের বিষয় বুদ্ধের শাসনের নানা বিপর্যয়ের কারণে বর্তমানে পৃথিবীর কোথাও শীলবান, বিনয়ধর্ম, ত্রিপিটক রক্ষাকারী মহান ভিক্ষু সংঘ ছাড়া ভিক্ষুণী সংঘের অস্তিত্ব নেই।

জগতের সকলে ধর্মাক্রান্তা এবং শাস্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে জ্ঞাত মানব হউক।

অগ্রশ্রাবক অরহৎ স্মারিপুত্র মহাস্থবির

সারি বা শারি নামের ব্রাহ্মণীর পুত্র বলে শারিপুত্র। ইহার গৃহী নাম উপতিষ্য। যে গ্রামে তাঁর জন্ম তার নামও উপতিষ্য বা নালক। ইহা গালন্দা ও ইন্দ্রশিলার মধ্যবর্তী। সারিপুত্রের কথা লিখতে গেলে মহা মৌগ্গল্লায়ন এর কথা অবশ্যই লিখতে হয়। মৌগ্গল্লায়ন কোলিত গ্রামের মহাকুলের পুত্র বলে কোলিত এবং মৌগ্গল্লায়ন ব্রাহ্মণীর পুত্র বলে মৌগ্গল্লায়ন নামে খ্যাত। সংসার জীবনে তাদের উভয়ের প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল। উভয়ের পঞ্চশত পঞ্চশত ব্রাহ্মণ কুমার সহচর ছিলেন। তারা রাজগৃহ নগরে নাট্যা-ভিনয় দেখতে গিয়ে তাঁদের বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তাঁরা সঙ্কল্প পরিব্রাজকের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই সঞ্চয়ের অধিগত বিষয় আয়ত্ত্ব করলেন, কিন্তু সংসার দুঃখ হতে মুক্তির উপায় দেখতে পেলেন না। অতপর তাঁরা উচ্চতর জ্ঞান লাভের আশায় সমস্ত জন্মদ্রুপ পরিত্যক্ত করলেন, কিন্তু কোথাও তাঁদের অভীষ্ট পরিপূর্ণ না হওয়ায় পুনঃ রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁরা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম অমৃতপদ লাভ করবেন তিনি, অপরকে তা জানাবেন। একদিন আয়ুত্মান অশ্রজিৎ পূর্বাঞ্চে বহির্গমনম্বাস পরিধান করে পাত্র চীবর নিয়ে ভিক্ষার জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর গমন আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাঁর দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাঁর ঈষ্যাপথ (দেহের ভঙ্গী) সৌষ্ঠবযুক্ত। তাঁর আকার প্রকার দেখে উপতিষ্যের (সারিপুত্রের) প্রজ্ঞা জন্মালো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত? আপনার শাস্ত্র। কে? কার ধর্ম আপনি রুচি করেন?

স্থবির বললেন “বন্ধো! যেই মহাপ্রমণ শাক্যপুত্র এবং শাক্যকুল-প্রব্রজিত, সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত। তিনি আমার শাস্ত্র এবং তার

ধর্মেই আমার রুচি।’ তখন উপতিষ্য বললেন—

আপনার শাস্তা কোন বাদী ?

তিনি কি-ই বা প্রচার করেন ?

“বন্ধো ! আমি নতুন অচির প্রব্রজিত, এই ধর্ম-বিনয়ে অধুনাগত, আমাদের শাস্তার সমস্ত ধর্মমত ব্যক্ত করার মতো জ্ঞান এখনও জন্মেনি।”

তখন উপতিষ্য পরিব্রাজক অয়ুত্মান অশ্বজিৎকে বললেন ! আপনি অল্প বলুন বা বেশী বলুন অর্থই আমাকে প্রকাশ করুন। অর্থই আমার আবশ্যক শুধু বহু ব্যঞ্জে কি করবো ? আপনার ভাষিত বিষয় শত গুণে সহস্র প্রকারে জ্ঞাত হবার ভার আমারই।”

তখন অয়ুত্মান অশ্বজিৎ শারিপুত্র পরিব্রাজকের নিকট এই ধর্ম পর্যালোচনা বললেন :

যে ধর্ম্মা হেতুপত্তবা তেসং হেতুং তথাগন্তো আহ

তেসং যো নিরোধো এবং বাদী মহাসমগোতি ।

যে সব ধর্মের হয় হেতুতে উদ্ভব, তথাগত বুদ্ধ তাঁদের হেতু নির্দেশ করেছেন এবং উহাদেরই যে নিরোধ, নিরোধের উপায়, তাও বলেছেন। অতএব মহাশ্রমণ বুদ্ধ হেতু ও নিরোধ নির্বাণবাদী / উপতিষ্য গাথার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদদ্বয় গুণে তাঁর ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলো। তিনি সোত্তা-পত্তি মার্গ ফল জ্ঞান লাভ করলেন।

অতপর শারিপুত্র পরিব্রাজক মৌদগল্লান পরিব্রাজকের নিকট উপদ্রষ্ট হইলেন। মৌদগল্লান দূর হতেই দেখতে পেলেন যে, শারিপুত্র তাঁর দিকে আসছেন। তাঁকে আসতে দেখে তিনি তাঁকে বললেন :— “শারিপুত্র ! তোমার ইন্দ্রিয় গ্রাম যে অতি প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়েছে তোমার দেহচ্ছবি যে অতি পরিষ্কার হয়েছে। তুমি কি অমৃতপদ লাভ করেছো ?”

“হঁ। মৌদগল্লান, আমি অমৃতপদ লাভ করেছি।”

শারিপুত্র! কিরূপে তুমি তা লাভ করলে?

তখন অশ্রুজিহ্বা স্থবিরের ভাষিত গাথা শারিপুত্র ব্যক্ত করলে এই ধর্ম পর্যায় (ধর্মবর্ত্ত) শ্রবণ করলে মৌদগল্লায়ন পরিব্রাজকের বিরল বিমল ধর্মচক্ৰ উৎপন্ন হলো। তিনি স্রোতাপন্ন হয়ে বললেন, 'চলুন বন্ধো, শাস্তার নিকট গমন করি। তিনিই ত আমাদের শাস্তা' অতপর শারিপুত্র বললেন, আমাদের আচার্য্য সঞ্জয় অসারে বিচরণ করছেন, তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

অতপর শারিপুত্র ও মৌদগল্লায়ন সঞ্জয় পরব্রাজকের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, 'কি বৎসগণ, অমৃত দেশক পেয়েছো?' হ্যাঁ আচার্য্য পেয়েছি। অগতে বুদ্ধ উৎপন্ন, ধর্ম উৎপন্ন, সংঘ উৎপন্ন হয়েছে। আমরা ভগবানের নিকট যাচ্ছি। তিনিই আমাদের শাস্তা।'

সঞ্জয় বললেন—তোমাদের গিয়ে কাজ নেই, তোমরা যেও না। আমরা তিনজনেই আড়াই শত পরিব্রাজকগণের পরিচালনা করবো।

অতঃপর শারিপুত্র ও মৌদগল্লায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজককে তাদের অনুগামী করাতে না পেরে সঞ্জয় পরিব্রাজকের আড়াইশত পরিব্রাজককে নিয়ে রাজ-গৃহেরই বেলুবনে উপস্থিত হলেন। এদিকে সঞ্জয় আবাস শূণ্য দেখে সেই স্থানেই মুখ দিয়ে উষ্ণ স্বত্ত্ব নির্গত হলো।

ভগবান চতুর্পরিষদ মধ্যে বসে ধর্ম দেশনা করার সময় দূর হতেই দেখতে পেলেন যে, শারিপুত্র ও মৌদগল্লায়ন তাঁর দিকে আসছেন, তাইদিকে আসতে দেখে ভগবান ত্রিষ্কুদিগকে আহবান করে বললেন, 'হে ত্রিষ্কুগণ! কোলিত এবং উপতিষ্য নামে দুই বন্ধু আসছে, তারাই আমার অগ্রশ্রাবক যুগল, ভদ্রযুগল হবে।' তাঁরা ভগবান সমীপ উপস্থিত হয়ে ভগবানের চরণে শির লুটিয়ে বললেন 'প্রভো, আমরা আপনার নিকট প্ররজ্ঞাও উপসম্পদা লাভ করতে ইচ্ছে করি।

ভগবান বসলেন, এস ভিক্ষুগণ, দুঃখ হতে সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য সুব্যাখ্যাত ধর্ম ব্রহ্মচর্য আচরণ কর। সম্যক ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য” বলে হস্ত প্রসারণ করলেই তন্মুহর্তে সকলে ঋদ্ধিময় পাত্র চীৎকার ধারী শত বৎসর বয়স্ক স্বধিরের ন্যায় হলেন। তৎপন্ন ভগবান তাদের িত্ত ও সংস্কার অনুযায়ী ধর্মদেশনা আরম্ভ করলেন। সেই সময় উপতিষা ও কোলিত ব্যতীত আর সকলেই অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হলেন। প্রব্রজ্যা দিবস হতে সপ্তম দিবসে মৌগ্গল্লায়ন এবং পঞ্চদশ দিবসে শারিপুত্র অর্হত্ব প্রাপ্তির সঙ্গেই শ্রাবক পারমী তানের চরম প্রাপ্ত হলেন। এ নিয়ে ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনার বিষয় তান হয়ে—ভগবান ভিক্ষুগণকে সন্তোষন করে বললেন, ভিক্ষুগণ, আমি মুখ চেয়ে দিচ্ছি না। শারিপুত্র ও মৌদগল্লায়ন এক অসংখ্যোপাধিক লক্ষ কল্প পূর্বে অনোমদশী সম্যক সমুদ্রের পাদমূলে অগ্রশ্রাবকত্ব লাভেরই প্রণিধান করেছিল। অতএব প্রত্যেকে স্বীয় প্রণিধান মতই প্রাপ্ত হয়েছে। আমি মুখ চেয়ে কাকেও দিইনি। শারিপুত্র যেরূপ সূকোশলে বিরুদ্ধ-বাদীদের কুট তর্ক খণ্ডন করতে পারতেন আর কেহ সেরূপ পারদর্শী ছিলেন না। ভগবানের ভাষিত সংক্ষিপ্ত বিষয় তিনি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

ভগবান জেতবন মহাবিহারে অবস্থান করার সময়ে আর্যসংঘের মধ্যে শারিপুত্র স্বধিরকে মহাশ্রভাবানের শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান পূর্বক ধর্মসেনাপতিনামে অভিহিত করেন।

তথাগত বুদ্ধ বেলুথগ্রামে অবস্থান শেষ করে শ্রাবস্তী গিথে জেতবান মহাবিহারে প্রবেশ করেন। শারিপুত্রের এর মধ্যে ৪৪ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ভগবানের সঙ্গে অবস্থিতির পূণ্য স্মৃতির। ধর্ম সেনাপতি শারিপুত্র শ্রাবস্তী এসে ভগবানের সেবা বন্দনাদি করে আপন স্থানে গমন করলেন। যথা নিয়মে ধ্যান হতে উঠলে তাঁর এবস্থিখ মনোবর্তক উৎপন্ন হলো—‘বুদ্ধ অগ্রে পরিনির্বাণিত হন, না অগ্রশ্রাবক?’ অগ্রশ্রাবক অগ্রে পরিনির্বাণিত হয়ে থাকেন

দেখে, তিনি স্বীয় আয়ুসংস্কার অবলোচন করলেন। সপ্তাহ মাত্র আয়ুসংস্কার আছে দেখে তাঁর স্বীয় জননীর কথা তাঁর মনে পড়লো। “আমার মাতাসা জন অরহতের গর্ভধারিণী হয়েও বৃদ্ধ, ধর্ম, সংবের প্রতি অপ্রসন্ন।” মাতা কি তেমন পুষ্কৃত পুণ্য নেই, যাতে মুক্তিপদ লাভে সমর্থ হন? তিনি সন্তরঙ্গগর্ভা, নিশ্চয় তাঁর অতীত কুশল সঞ্চিত আছে। তিনি দিব্যনেত্র দেখলেন - যদি আমি মাতার মুক্তিদানে প্রমাদিত হই, তাহলে বহুলোভ আমার দোষারোপ করবে যে - যখন স্থবির সমচিত্ত সন্ত দেশন করেছিলেন, তখন লক্ষ কোটি দেবতা অরহৎফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কে যে স্রোতাপন্ন, স্কৃদাগামী অনাগামী, মুক্তিজন লাভ করেছিলেন, তা গণন করা যায় না। এই লক্ষ্য আরও বহু উপদেশ দিয়ে দেব-মানবের মহা কল্যাণ সাধন করেছেন, বিশেষতঃ তাঁর সদাচারে প্রসন্ন হয়ে ৮০ সহস্র নর-নারী দেবত্ব লাভ করেছেন; অথচ তাঁর মাতার দ্রাব্য ধারণা (মিছা দিটুটি) টুকু দূর করতে পারলেন না।”

তিনি স্থির করলেন—মাতার দ্রাব্য ধারণা মোচন করে ভূমিষ্ঠ ঘরেই পরি-নির্বাণ লাভ করলেন। সংকল্প করলেন, অদ্যই ষুদ্ধের অনুমতি নিয়ে নির্বাণ পথের যাত্রী হবেন।

তৎপর পঞ্চশত শিষ্য সমভিব্যাহারে বৃদ্ধ-সকাশে এসে তাঁর পরি-নির্বাণের কথা নিবেদন করলেন। শাস্ত্রা জিজ্ঞাসা করলেন—সারিপুত্র, তুমি কোথা নির্বাণ লাভ করবে? ভক্তে, মগধরাজ্যের নালক গ্রামে ভূমিষ্ঠ গৃহে সারিপুত্র, তোমার যথা ইচ্ছে সম্পাদন করতে পার।

অতঃপর পঞ্চশত শিষ্য নিয়ে সারিপুত্র নালক গ্রাম উপস্থিত হবার সংবাদ জ্ঞাত হয়ে বৃদ্ধা মাতা ভাবলেন, বোধ হয় বাল্যকালে প্ররঞ্জিত হয়ে বৃদ্ধ কালে গৃহী হবার ইচ্ছেয় এসেছেন। স্থবির সশিষ্য প্রাসাদে আরোহণ করে ভূমিষ্ঠ গৃহে উপবেশন করলেন। তারপর শিষ্যদিগকে স্বীয় স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করতে আদেশ দিলেন। তাঁরা যথাস্থানে যাওয়া

মাগ্রেই স্থবিরের কঠিন রোগ উৎপন্ন হলো। তিনি রক্তাতিসারে মৃত্যুসম
দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রের দুঃখ দর্শনে হট্টফট করতে
লাগলেন।

ইত্যবসরে ধৃতরাষ্ট্র, বিরাট, বিরূপাক্ষ ও কুবের এই চারি লোকপাল
দেবরাজ শান্নিপুত্রের খোজ নিহিলেন। স্থবির জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা
কে? ভাতে, আমরা মহারাজগণ। কি কারণে আসছেন? আপনার
রোগের সেবার্থ। আমার সেবক আছেন, আপনারা ফিরে যান।’ এভাবে
দেবেন্দ্র আসলেন। দেবেন্দ্রের পর সুযাম প্রভৃতি স্বর্গীয় দেবরাজগণ ও যথা-
ক্রমে মহাব্রহ্মা আগমন করলেন।

ব্রাহ্মণী শান্নিপুত্রের কাছে অবাধ হয়ে জানতে চান এরা কারা এসেছিলো
এত জ্যোতির্ময় আলো উদ্ভাসিত করে? শান্নিপুত্র বললেন, এরা চারিলোক
দেবরাজ, তাবতিংস স্বর্গাধীশ্বর দেবেন্দ্র, ইন্দ্র, এরা মহাব্রহ্মা। ব্রাহ্মণী
বললেন, তুমি তাঁদের চেয়েও মহৎ কি? হ্যাঁ উপাসিকে।

ব্রাহ্মণী ভাবলেন—আমার পুত্রের প্রভাব যদি এত মহৎ হয়, যিনি আমার
পুত্রের ভগবান, তাঁর প্রভাব কত শতগুণে শ্রীহৃদ্ধি হবে। এই চিন্তা করতে
করতে সহসা তাঁর পঞ্চবর্ণ প্রীতি উৎপন্ন হয়ে সমস্ত শরীর ব্যপ্ত হলো।
স্থবির অবগত হলেন যে, বুদ্ধের প্রতি আমার মাতার প্রীতি সৌম্যনস্য জাত
হয়েছে, এখনই ধর্মোপদেশ দেবার সুসময় উপস্থিত। তৎপর স্থবির
মাতাকে বুদ্ধের নয়গুণ সংযুক্ত ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। ব্রাহ্মণী
প্রিয় পুত্রের ধর্মোপদেশ শ্রবণে স্রোতাপন্ন ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং প্রিয়
পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন - পুত্র এরূপ করলে কেন? এমন ধর্মের
সুখময় অনুভূতির স্বাদ আমাকে আরো পূর্বে দিলে না কেন? স্থবির
বললেন—আজ রূপসারী ব্রাহ্মণীকে (আমাকে) পোষণের মূল্য প্রদান
করলাম। এতেই যথেষ্ট হলো তাঁর।

সেই দিন কাউকী গুণিমা। বালারূপ রশ্মিপাতের সঙ্গে সঙ্গে মহাপৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে ধর্ম সেনাপতি অনুগাদিশেষ নির্বাণ ধাতুতে বিলীন হয়ে গেলেন।

অরহৎ ষোণ্‌গল্লায়ন মহাশ্বির

ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্র শ্ববিরের চরিতে মোদগল্লায়ন শ্ববিরের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনি প্রব্রজ্যার সপ্তম দিবসে মগধরাজ্যের কল্লবাল গ্রামে কর্মস্থান ভাবনা করছিলেন, এ সময় আলস্য পরায়ন হলে ভগবান বললেন : মোদগল্লায়ন ! মোদগল্লায়ন ! আর্ষাতুক্ষীভাবে প্রমাদিত হইও না। ভগবানের উপদেশে তাঁর সংবেগ উৎপন্ন হয়ে আলস্য বিদূরিত হলো। তিনি ভগবানের কাছে কর্মস্থান শ্রবণ করে সহসা অরহৎফলের সঙ্গে শ্রাবক পারমী ভান প্রাপ্ত হলেন। ঋদ্ধি শক্তিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ঋদ্ধি বলে স্নিভুবন পরিভ্রমণ করতেন। ইচ্ছে অনুযায়ী দেবলোক, ব্রহ্মলোক, স্বর্গলোক এবং কিংবা নরকে গিয়ে কে কোন সুকর্ম বশতঃ সুখ ভোগ করছে। এবং কে কোন দুষ্কর্ম বশতঃ নরকে নারকীয় দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছে তা ঋদ্ধিযোগে দর্শন করে এসে লোকের নিকট তা প্রকাশ করতেন এবং লোকদিগকে ঋদ্ধি প্রভাবে স্বর্গ নরক দেখাতেন। এতে দলে দলে লোক বুদ্ধ মত গ্রহণ করতেন। এর ফলে তৈখিকেরা অপমানিত হতো, তাঁদের লাভ সংকারও কমে গেল। তাঁরা ভাবলো : মোদগল্লায়নকে নিহত করলে বুদ্ধের প্রভাব হ্রাস পাবে। তৈখিকেরা তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করলেন। তারা কিছু যাতক নিযুক্ত করে মোদগল্লায়নকে হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। যাতকেরা মোদগল্লায়নকে পর পর দু'বার হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। কারণ ঋদ্ধি যোগে তিনি পলায়ন করেন। তৃতীয়বার তিনি পলায়ন না করে তাঁর অবস্থিতি ওহাঙ্গ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। কারণ তিনি তাঁর দিব্যজ্ঞানে

জাত হলেন যে, অতীতে এক জন্মে তিনি স্ত্রীর প্ররোচনায় স্বীয় অন্ধ মাতা পিতাকে অরণ্যে সিংহ শাব্দলাদির মুখে ফেলে এসেছিলেন। এজন্য তাঁকে নরক হস্তগাত ভোগ করতে হয়। এটি তাঁর শেষ জন্ম, পুনর্জন্মের বীজ তিনি ধ্বংস করেছেন। পূর্বকৃত মহাপাপের পরিমাণ এ জন্মে তাঁকে ভোগ করতে হবে, তাই তিনি ঋদ্ধি যোগে পুনঃ পলায়ন করলেন না। ঘাতকেরা এসে তাঁর অস্তিত্বের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে চলে গেল।

অরহৎ-এর মৃত স্বীয় ইচ্ছাধীন। বেউ তাঁদের হত্যা করতে পারেন না। মৌদ্গল্লায়ন পূর্ব অধিষ্ঠান বলে ঋদ্ধি প্রভাবে আকাশ পথে ভগবানের চরণতলে উপস্থিত হয়ে তাঁর পরিনির্বাণের কথা ঘোষণা করলেন। ভগবানের অনুমতি নিয়ে ভগবানের ঐশাদপদে প্রণাম করতঃ ক্রমশঃ সপ্ত-তল প্রমাণ উদ্ধে উত্তীর্ণ হয়ে নানাবিধ ঋদ্ধি খেলা প্রদর্শন করে মধুর কণ্ঠে স্বধর্ম দেশনা করলেন এবং পুনঃ তথাগতের চরণ তলে বন্দনা নিবেদন করে পরিনির্বাণ ধাতুতে বিভীন হলেন। শারিপুরের পরিনির্বাণের এক পক্ষ পরে অগ্রহায়ণ অমাবস্যায় তাঁর পরিনির্বাণ হয়েছিল।

অরহৎ আনন্দ মহাথের

তিনি দেবলোক হতে অমিতোদনের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সিদ্ধার্থদেবের পিতৃব্য পুত্র। ইনিও সিদ্ধার্থদেব একই দিনে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। তাঁর জন্মকাল জাতিবর্গের অন্তরে আনন্দ উৎসব হয়েছিলো বলে তাঁর নাম রাখলেন—আনন্দ। অনুরুদ্ধ, ভদ্রিক, ভৃগু, কিম্বিল, দেবদত্ত, আনন্দ এই ছয়জন রাজপুত্র এবং রাজকৌরবের উপাধী এক সংগে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

ভগবানের বুদ্ধত্ব লাভের বিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁর নির্দিষ্ট সেবক কেহই

ছিলেন না । নাগিত, উপবান, নাগসমাল, সুনক্ষাও, চুন্দ সাগত ও মেমিয় প্রভৃতি ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সেবা করতেন বটে, কিন্তু তাঁর মতামত হতো না । বুদ্ধের পক্ষ পক্ষাংশে বয়সে একদা ভগবান ভিক্ষুদিগকে বললেন-আমি বুদ্ধ হয়েছি এখন আমার স্থায়ী একজন সেবকের প্রয়োজন ” ষাট্টিপুত্র, মোদগল্লায়ন প্রভৃতি আরো অনেকে এই পদের প্রার্থী ছিলেন কিন্তু ভগবান আনন্দকেই এই পদ দিয়েছিলেন । আনন্দ বললেন, যদি ভগবান স্বীয়সম্বন্ধ চীঘর আমাকে না দেন, স্বীয়সম্বন্ধ পিতৃ না দেন, গন্ধকুটীতে থাকতে না দেন, নিমন্ত্ৰণে নিম্নে না স্থান, তাহলেও আমি সেবা করবো । যদি ভগবান আমার গৃহীত নিমন্ত্ৰণে গমণ করেন, কোন দেশবাসী বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছে করলে যদি আমি যখন তখন বুদ্ধকে দেখাতে পারি, যখন আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ হবে তখন যদি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হতে পারি ও আমার অনুপস্থিতিতে বুদ্ধ যা ধর্মোপদেশ দিবেন, তা যদি আমাকে এসে বলেন, তাহলে আমি বুদ্ধের সেবা করবো । বুদ্ধের নিকটে এই আটটি বর নিয়ে আনন্দ চিরসেবক নিযুক্ত হলো । তিনি বুদ্ধের সেবক হবার জন্য লক্ষকল্প পারমী পূর্ণ করে আসছেন । আনন্দ বুদ্ধের মহাপরি-নির্বাণ পরন্তু ভগবানের সঙ্গে থেকে কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করেছেন । তিনি বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মভাণ্ডারিক ছিলেন ।

গোপক মোদগল্লায়ন ব্রহ্মণের প্রয়োত্তরে স্থবির বললেন, “আমি বুদ্ধ হতে ৮২ হাজার ধর্মরুদ্ধ শিক্ষা করেছি ও ধর্ম সেনাপতি প্রভৃতি হতে দুই হাজার ধর্মরুদ্ধ শিক্ষা করেছি ; এই ৮৪ হাজার ধর্মরুদ্ধ আমার জিহবাগ্রে অধিশিষ্ট হয়েছে অর্থাৎ আমি মুখস্থ করেছি ।” আনন্দের প্রাথনায় ভগবান নারী-দিগকে সংগে নেবার ব্যবস্থা করেন ।

আজীবন বুদ্ধের সেবা করে বুদ্ধের নির্বাণের পর আনন্দ প্রথম সঙ্গীতির পূর্ব দিনে দেবতা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কমস্থান ভাবনার রত হন । চারি ঈশ্যাপথে (অর্থাৎ শয়ন, উপবেশন, দাঁড়ানো এবং চংক্রমণ) বাইরে স্মৃতিরত অবস্থান তিনি যদ্যভিভূত সম্পন্ন অরহত্ত ফলে প্রতিষ্ঠিত হন ।

অবহৎ উপগুপ্ত মহাথের

এক সময় ভগবান যখন রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন তিনি ভিক্ষুসংঘসহ গিণ্ডাচারণের উদ্দেশ্যে নগরের বাইরে গ্রামের দিকে অগ্রসর হবার পথে দেখতে পেলেন একদল বালক খুলাবাণি নিয়ে খেলা করছিলো। সেখানে প্রিয়দর্শী নামে এক শ্রেষ্ঠীর সন্তান ছিল। সে বুদ্ধের শাস্ত্র পদ-বিক্ষেপ অবলোকন করে এতই শ্রদ্ধাশ্রিত হলো যে, বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রই তাঁর মুণ্ডভরা ধূলি ভরে দিতে অগ্রহী হয়ে উঠলো। করুণার অবতারণা তথাগত বালকের এ ধরনের শ্রদ্ধার ভবিষ্যৎ বিষয় অবহিত হয়ে ভিক্ষাপাত্রটি বাড়িয়ে দিলেন। ধূলিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বুদ্ধের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলে তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভগবান বুদ্ধ তখন বালকের প্রতি কৌতুহলী ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করে বললেন - এই বালক, আমার মহাপদ্মিনিবাণের ২১৮ বৎসর পর এই জম্বুদ্বীপে সম্রাট অশোক নামে জন্ম গ্রহণ করবে। সে তথাগতের ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে সভ্যের শ্রদ্ধা এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় এই জম্বুদ্বীপে বুদ্ধের শাসন সুরক্ষার জন্য চুত্ৰাশি হাজার ধাতু চৈত্য নির্মাণ করে বিপুল আনুষ্ঠানিকতায় মাধ্যমে বুদ্ধশাসনে উৎসর্গ করবে। এই মহাপুণ্যানুষ্ঠানে মহাশক্তিমান মার নানা অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর তখন মহাশক্তি সম্পন্ন উপগুপ্ত থেরই মারের অন্তরায় পরীক্ষিত করবে।

সম্রাট অশোকের চুত্ৰাশি হাজার ধাতু চৈত্য উৎসর্গের ধর্মীয় সঙ্কেত বৎসর গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাগরাজ আগমণের পথে এক গরুড় পক্ষীর কবলে পতিত হন এবং তাঁকে গরুড় পক্ষী নানাভাবে উৎপীড়ন করতে লাগলো। অতঃপর তিনি প্রাণ রক্ষার্থে তড়িৎবেগে সে সভ্যের সভাপতির শরণাগত হলেন। নাগরাজ শার শার বিনীত অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেহ তার জীবন রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেননি। কারণ গরুড় পক্ষীর শক্তি দমন করার মতো সেখানে

কেহ ঋদ্ধিশক্তি অধিকারী ছিলেন না । শেষ পর্যন্ত কেহ নাগরাজের প্রাণ স্বাক্ষর দায়িত্ব না নেওয়ায় সভামঞ্চের মধ্যে একজন কনিষ্ঠ শ্রমণ সংঘের কাছে প্রার্থনা করেন তার হাতে এ গুরু দায়িত্ব দেবায় । সংঘের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ শ্রমণ ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে গরুড় পক্ষীকে দমন করে নাগরাজকে রক্ষা করেন ।

শ্রমণের এই অলৌকিক ঋদ্ধি শক্তির পরিচয় পেয়ে সংঘ সম্মেলনের সকল ভিক্ষুগণ সম্রাট অশোকের চুরাশি হাজার ধর্ম চৈত্য উৎসর্গের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করা হলো । কারণ তাঁর দ্বারাই এ মহাউৎসবে মারের অন্তরায় দমন করা সম্ভব । কিন্তু শ্রমণ বিনীত ভাবে তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করে শ্রদ্ধেয় মহাঋদ্ধি সম্পন্ন অরহৎ উপগুপ্ত মহাথের উহা স্মরণ করলেন । তিনি সর্বদা সমুদ্রগর্ভে অষ্ট সমাসক্তি ধ্যানেই নিরত রয়েছেন ।

অতপর সংঘ থেকে দু'জন অরহৎ ভিক্ষু উপগুপ্ত মহাথেরকে আমন্ত্রণের জন্য প্রেরণ করা হলো । উপগুপ্ত থের বিনীত ভাবে সংঘের আদেশ গ্রহণ করলেন এবং যথাসময়ে সংঘ সম্মেলনে দু'জন সেই অরহৎ ভিক্ষুর পূর্বেই ঋদ্ধি বলে উসস্থিত হলেন ।

সম্রাট অশোক উপগুপ্ত থেরর কুৎসিত দেহাকৃতি দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর দ্বারা এই মহা পুণ্যানুষ্ঠানের সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন করা সম্ভব কিনা । মহারাজ ভিক্ষুদের কাছে উপগুপ্ত সম্পর্কে নানা গুণকীর্তন শুনে তাঁর শক্তির ব্যাপারে সংশয়মুক্ত হবার জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন ।

পর দিবস উপগুপ্ত মহাথের ভিক্ষার নিমিত্ত পিণ্ডপাত্র নিয়ে রাজপুহিত অভিমুখে অশোকরামের দিকে ছুটলেন । রাজা অশোক উপগুপ্তকে দেখে প্রকোপিত হয়ে ভিক্ষাপাত্র ভিক্ষা প্রদান করে মনে মনে ভাবলেন এখনই তাঁর শক্তি পরীক্ষা করার উপযুক্ত সময় । সম্রাট হস্তীশাল হাতে সবচেয়ে

বলবান হস্তীটিকে নেশাগ্রস্থ করে তাঁর দিকে ছেড়ে দিলেন। উপগুপ্ত মহাথের হস্তীর গতিবিধি লক্ষ্য করে তার ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করলেন এবং হস্তীটিকে পাষাণবৎ হয়ে দজায়মান রেখে দিলেন।

সম্রাট এই অভাবনীয়বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করে অভিভূত হলেন। এবং স্ববির মহোদয়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জাগ্রত করে তাঁর চরণ তলে লুটিয়ে পড়লেন। সম্রাট পুনঃ বিহারে উপস্থিতি হয়ে উপগুপ্ত খেরকে বন্দনা পূর্বক বিনীত সহকারে বললেন, ভগ্নে আত্ম আপনান্ন ঋদ্ধিশক্তি পরীক্ষা করার জন্য হস্তী ছেড়ে দিয়েছিলাম। এতে আমার হিংসার মনোভাব ছিল না। একাজে যদি আমার কোণ অপরাধ হয়ে থাকে আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।

সম্রাটের মনোভাব বুঝতে পেরে খের বললেন, আমি আপনান্ন অপরাধ করলাম এবং আশীর্বাদ করি আপনার হস্তী স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করুক। একথা খের মহোদয়ের মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হস্তীটি পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হলো।

২৪/৫

যথাসময়ে চুরাশি হাজার নগরে চুরাশি চৈত্য অপূর্ব কারুকার্যে সজ্জিত করে কার্য আরম্ভ করা হলো। প্রতিটি নগরে অশ্ব, তাজ, রথ, পদাতিক সমন্বিত সেনাবাহিনী অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়েছিলো। হাজার হাজার নর নারী প্রত্যেকের মুখে শ্লিষ্যদের গানে মুগ্ধিত হলো আকাশ বাতাস।

যাত্র ভাঙলো সন্ধ্যা প্রত্যাহত মুহূর্তে আশাকে খোলসোথ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু মাতের সঙ্গে যথার্থই সম্পন্ন উপগুপ্ত খের-র মনি। ভাবে প্রচণ্ড নড়িত্ব পত্নীকা চমকলো। শেষে যাত্রকে পরাজিত করলেন। উপগুপ্ত খের যাত্র এক কোষেরে দাঁড়ি ঘেঁষে একটি বাহাড়ের সঙ্গে বন্দী করলেন।

অতপর ৭ মাস ৭ দিন যাবৎ নানা অনাড়ম্বর উৎসবের মধ্যে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে উৎসব কার্য সমাপ্ত করে মারকে পুনঃ সেই পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন।

উপগুপ্ত থের মার এর নিকট উপস্থিত হলে মার বললেন যদি আমার পূর্ব জন্মজিত স্মৃতি থাকে, তবে আমি একমাত্র বুদ্ধত্বই প্রার্থনা করবো। আমি শ্রাবক হবার প্রার্থনা জীবনে করবো না। কারণ এরূপ নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান দেয়া সম্ভব নয় কাউকে সামান্য অপরাধের কারণে।

উপগুপ্ত বললেন, যদি তুমি আমার উপর ক্রোধ উৎপন্ন করে থাক, তুমি তা পরিত্যাগ কর। আমি বলছি যে তোমার ইচ্ছে পূর্ণ করার সে কুশল তুমি সক্ষম করেছো। তোমাকে বলছি আমার ইচ্ছে অনুযায়ী তুমি একটু বুদ্ধরূপ দর্শন করো। কারণ তুমি স্বয়ং বুদ্ধের রূপ দর্শন করেছিলে।

মার উপগুপ্ত থের-র কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধরূপ দর্শন করিয়ে তার মনের সাধ মিটানোর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু পর বুদ্ধরূপ ধারণ করার সময় উপগুপ্ত মহাশয়ের প্রণাম না করার জন্য বললেন। উপগুপ্ত মারকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে প্রণাম করবো না।

আজ মার স্বয়ং সর্বঅবয়ব ধরে বুদ্ধরূপ ধারণ করবেন এ সংবাদ নগরের সর্বত্র প্রচার করা হলো। এ সংবাদ প্রচার হবার পর অসংখ্য নর-নারী ও ভিক্ষু সংঘ, মালা, সুগন্ধি পূজা প্রভৃতি নিয়ে তথা উপস্থিত হলেন।

মার বুদ্ধের সর্ব অবয়ব, অশীতি অনুযায়ন এবং ষড়্ভোজ্যোতি প্রকাশ করে ধ্যানে ধ্যানে সমাসীন হলে মান হলো যেন বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম মূলে ব্রজাসনে বসে তিনি ধ্যানমগ্ন।

অন্যান্য সকল পূজারীরা এসময় মারের বুদ্ধরূপ ধারণ দর্শন করে প্রজ্ঞা

ভক্তির প্রাবল্যে মোহিত হইলে নানাবিধ পূজোপকরণ দিয়া তাঁর জ্ঞা অর্চনা করলেন।

উপগুপ্ত চিন্তা করলেন অহো! লোভ, দ্বেষ, মোহ পরায়ণ মার বুদ্ধরূপ ধারণ করার পর কতই না শোভনীয়, অপরূপ জ্যোতিময় আলোয় জগৎ উদ্ভাসিত হলো। লোভহীন, দ্বেষহীন এবং মোহহীন শুধাগত বুদ্ধ কতই না মহা বৈভব সম্পন্ন সমগ্র চক্রবাল উদ্ভাসিত করা আলোক প্রাপ্ত মহা-মানব ছিলেন। উপগুপ্ত এ দৃশ্য দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে বুদ্ধরূপ প্রীতিতে মারকে বন্দনা না করে পারলেন না। উপগুপ্তকে বন্দনা করতে দেখে মার তৎক্ষণাৎ বুদ্ধরূপ পরিত্যাগ করলেন। মার জানতে চাইলেন আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন কেন? উপগুপ্ত থের বললেন—দেখ, মারপতি, আমি বুদ্ধরূপ দর্শনে এতই প্রদ্বান্বিত হয়েছিলাম যে, শ্রীবুদ্ধের দিব্যজ্ঞানের জ্যোতি যেন পৃথিবীতে পুনঃ উদ্ভিত হলো। তাই বুদ্ধরূপ ভিত্তি করে আমি বন্দনা করেছি। তোমাকে করিনি। এ কথায় সন্তুষ্ট হয়ে মার উপগুপ্তকে বন্দনা করে প্রস্থান করলেন।

অরহৎ তৎপুলু কাবায়ে ছেয়াদ মহাছবি

সর্বজীবের মঙ্গলকামী অনন্য সাধারণ ঋদ্ধি সম্পন্ন এই মহাপুরুষ মিয়ানমার মিথিলা রাজ্যের এক গুহার ধ্যান করতেন। এক সময় একটি বিমান যান্ত্রিক দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে ডাক্তার গুহার উপর দিয়ে অভিক্রম করছিলো। বিমানের পাইলট যাত্রী সাধারণকে “বিমানে যান্ত্রিক গোলযোগের ঘোষণা দিয়ে সকলকে মৃত্যুর জন্য তৈরী হবার জন্য কারবার বলছিলেন। এ অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ শুনে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো মৃত্যু ডয়ে ভীত যাত্রী সাধারণের মধ্যে যারা যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা সকলে সে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছিলেন। হঠাৎ পাইলট লক্ষ্য করলেন একজন মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক বসনধারী বয়স্ক সন্ন্যাসী বিমানের ডানার উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

পাইলট এই বিস্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করে নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি অবাক হয়ে এটা ও লক্ষ্য করলেন যে, বিমানের যান্ত্রিক পোলযোগের বিগদজনক অবস্থা ও এরপর ধীরে ধীরে উন্নত হতে লাগলো। এতে পাইলটের কৌতূহল আরো বিগুন বেড়ে গেলো। তিনি ভাবতে লাগলেন ডানার উপর দাঁড়িয়ে থাকা সন্ন্যাসীটি কি কোন দেবতা না ভগবান ! দ্রুতগামী বিমানের ডানার উপর কি করে একজন লোকের দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ? তিনি ক্যামেরা নিয়ে তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসীর ছবিটি তুলে নিলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল দুবটনার পতিত হওয়া বিমানটি সম্পূর্ণ ভূটি মুক্ত হয়ে লগুন বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। পাইলট তার নিজের ক্যামেরায় তোলা ছবিটি নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে কোন সন্ন্যাসী আছে কিনা খোঁজ নিলেন। কিন্তু দেখলেন যাত্রী হিসেবে ও বিমানে কোন সন্ন্যাসী নেই। এ অলৌকিক অভাবণীয় দৃশ্য যেমন পাইলটকে অভিভূত করেছে তেমনি বিমানের যাত্রীরা ও প্রাণে বেঁচে যাওয়ায় কোন এক অদৃশ্য দৈবকৃপার আশীর্বাদ বলেই মনে করতে লাগলেন।

বিমানের এই অলৌকিক নাটকীয় ঘটনার সমগ্র বিমান বন্দরে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হলো। পাইলট ছোর দিয়ে বলতে লাগলেন এই সন্ন্যাসীরা অলৌকিক শক্তির ভাণে যাত্রীদের অমূল্য প্রাণ রক্ষা পেল। তাঁর মনে সহস্র প্রশ্ন, কে সেই লোকটি তাঁর হাঙ্গামে এত করুণা, এত মমত্ববোধ, যাঁদের প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো।

তাঁর ঋদ্ধি শক্তির প্রভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বড় শত মানুষের প্রাণকে সুরক্ষিত করা যায়। এ মহাপ্রাণকে খুঁজে বের করতেই হবে। এরপর তার যাঁহা বুঝা ভাষাকে খুঁজে বের করার তাঁর প্রাণের অনুসন্ধান কার্য। তিনি অতঃপর বিভিন্ন স্থানে এ মহাবুদ্ধিমত্তা হবি বিধি করতেন। তাঁর অনুসন্ধানের জন্য লোক নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু কেবলমাত্র এককম কাউকে খুঁজে পাওয়া গেলনা। যিরানমারে হবি বাঠামেন। সেখানে

সেখানে নানাভাবে দীর্ঘদিন খোঁজ খবর নিতে গিয়ে তাঁকে আবিষ্কার করা হলো এক গুহায়। এরপর হৈ-চৈ পড়ে গেল মিয়ানমারে শ্রদ্ধাশ্রম জনগণের মধ্যে এ মহাপুরুষের দুর্লভ মুখশ্রী দর্শন করার জন্য। তাঁকে বন্দনা করে, দান করে, তাঁর মুখনিখিলিত ধর্মবাণী শ্রবণ করে, সুদুর্লভ মানব জীবনকে স্বার্থক করতে চায়। তাঁকে ঘিরে গুরু হলো দানের উৎসব। অফুরন্ত পূজার আয়োজন।

দীর্ঘদিন গুহায় ধ্যান অনুশীলন করার ফলে তিনি দিনের আলো সহ্য করতে পারতেন না। তাই সারাক্ষণ তাঁকে একটি কালো বস্তুর চশমা ব্যবহার করতে হতো। প্রায় ৪৪ বৎসর ধরে বিহানায় শয্যা গ্রহণ না করে তিনি চেন্নায়েই উপবেশন করতেন। সদা হাস্য মুখে প্রেম এবং কল্লণার অফুরন্ত সুখা যেন ঝড়ে পরতো। যারা তাঁর স্পর্শ পেয়েছে তাঁরা হয়েছে শুদ্ধ, পবিত্র। তাঁদের অন্তর থেকে মুছে গেছে যেন কালো ক্ষত চিহ্ন। তাঁকে দেখে পিপাসার্থ হৃদয়ে পিপাসা নিবারণের মতো অনন্ত পরিতৃপ্তি এবং প্রশান্তির প্রলেপ বুনিয়ে দিতো। এই মহা জীবনের অসংখ্য অলৌকিক ঘটনার মধ্যে অন্য একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

১৯৮২ সালে তিনি একবার বুদ্ধগয়া দর্শন করে কলিকাতা থেকে মিয়ানমায় ফিরে যাচ্ছিলেন। কলিকাতা বিমান বন্দরে যাবার পথে তাঁকে কলিকাতার চীনা বাজারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ভক্তের নাকি ইচ্ছা হয়েছিলো তাই তিনি গাড়ী থেকে নামলেন। কিন্তু গাড়ী থেকে নেমেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চীনা বাজারের প্রচণ্ড ভিড়ভিড়ির মধ্যে হঠাৎ ভক্ত হারিয়ে যাওয়ার ভক্তের ভক্তদের মধ্যে হৈ হুল্লাল পড়ে গেল। কোথায় গেলেন ভক্ত! এখন কি হবে? অনেকে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মতো কান্নাকাটি শুরু করলেন। যারা ধ্যান চর্চা প্রায়শন কিংবা মহাপুরুষদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখেন তারা নীরবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলেন। কিন্তু ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ, উৎকর্ষা, অস্থি-

রতা লক্ষ্য করে একজন ধানী ভক্ত তাদের বললেন—“আপনারা পাগলামী করছেন কেন? ভক্তকে দেবতার আশ্রয় করেছে। উনি দেবলোক পরিভ্রমণ করতে গেছেন। যথাসময়ে উনি ফিরে আসবেন।” কিন্তু একথা সকলের বিশ্বাস যোগ্য হলো না। তাই চীনা বাজার থেকে কেউ বামা বিহারে, কেউ থানায়, কেউ অন্যান্য সম্ভাব্য জায়গায় ছুটে, কেউ বিমান বন্দরে ছুটছেন। কিন্তু না, কোথাও তার হদিস পাওয়া গেল না। অবশেষে স্থানীয় নাটকীয় ঘটনার সমাপ্তি ঘটলো নাটকীয় ভাবেই সবাইকে অবাক করে হঠাৎ দেখা গেল বিমান ছাড়ার পূর্বেই ভক্ত তাঁর নিদ্রিষ্ট আসনেই বসে রয়েছেন। পূজা ভক্তে ভক্তদের মঙ্গল কামনার্থে জল ঔষধ এবং মঙ্গল সূত্রের সূতার মালা বিতরণ করতেন। পূজা অরহৎ ভক্তকে বর্তমান লেখক অতি কাছে থেকে দেখার এবং কিঞ্চিৎ সেবা করার সুযোগ হয়েছিলো। সেই সুখস্মৃতির কথা লেখকের অপর একগ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে বলে এখানে তার পুনরুজ্জীবিত করা হলো না।

অরহৎ মহাসী ছেয়াদ মহাশিবির

পূজা মহাসী ছেয়াদ ১৯০৪ সালের ২৯শে জুলাই রাত ৩ ঘটিকায় বার্মার Shwebo শহরের Seikkhun গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উ কন কাউ (U Kan Kaw) এবং মাতার নাম দাউ ওক (Daw Ok)। বার বৎসর বয়সে তিনি পূজা উ অরডেইকার (U Ardeicca) কাছে প্রামাণ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর সূতাম শারীরিক গঠন, সুন্দর চেহারা দর্শন করে গুরু তাঁর নাম রাখলেন শিন শোভন (Shin Shoban)। পরবর্তীতে তিনি মহাসী ছেয়াদ নামেই বিখ্যাত হয়ে উঠেন। তাঁর মেধা, স্মৃতি শক্তি এবং অসীম জ্ঞানের পারমী গুণে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পদ্বিষয়িক ধর্মে (ত্রিপিটক শাস্ত্রের শিক্ষা) প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গিয়ে বিত্তময়ি মার্গ গ্রহণ

শেষ অধ্যায়ের মহাসতিপট্ঠান সূত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে। ফলে, কোতুহলী হয়ে গ্রন্থের শেষ অংশের বর্ণিত বিষয় অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাঁ অধ্যয়ন করে সেখানে প্রদত্ত ধ্যান বিষয়ে অভূত নির্ভরতা পেলেন। এই নিশ্চয়তা হচ্ছে যদি মনোযোগ সহকারে সতিপট্ঠান অভ্যাস করা হয় যে কেউ কমপক্ষে সাতদিনের মধ্যে এবং অধিক হলে সাত বৎসরের মধ্যে অরহৎ কিংবা অনাগামী স্তর লাভ করতে পারেন।

মহাসী ছেয়াদ মহাসতিপট্ঠান সূত্র নির্ভা সহকারে এবং পৃথানুপৃথভাবে অধ্যয়নের পর ধ্যানচর্য্য তৎপর হলেন। নানা জায়গা নানা গুরুদ্বয় সান্নিধ্যে থেকে নানা কষ্টকর রাস্তা অতিক্রম করে অদম্য উৎসাহ, নির্ভা এবং কঠোর পরিশ্রম সহকারে ধ্যান অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সূনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হইলেন। জ্ঞানের চরম প্রাপ্তির ছোয়ায় আলোচিত হলো এ মহাজীবনের অন্তর জগৎ। তারপর শুরু হলো ধ্যান এবং শাস্ত্রের সুগভীর ভান সুখা বিতরণের মহা সংকল্প। তত্ত্ব এবং শিষ্যদের গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রার্থনার আবেদন উপেক্ষা করতে না পেরে বিমুক্তির সুখা প্রদান করার জন্য ছুটে গেলেন পৃথিবীর নানা দেশে। পরিস্রুতি এবং গতিপত্তি ধর্মে তাঁর অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মিয়ানমার সরকার তাঁকে ‘অগগ মহাপণ্ডিত’ এ দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত করেন। বুদ্ধের সূমহান ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে মানুষ প্রকৃত দুঃখ মুক্তি মার্গের পথ খুঁজে নিয়ে সকল অজ্ঞানতা পরিহাস্য করে ধ্যান অনুশীলনের জন্য অসংখ্য মানুষকে উৎসাহিত হলেন। তাঁর ধ্যান পদ্ধতি অনুশীলন তথা তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করে হাজার হাজার যোগী পেলেন আধ্যাত্মিক সুখ। বিদেশের নানা জায়গা ছাড়া ও মিয়ানমার এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর নামে তিন শতাধিক ধ্যান কেন্দ্র। ৬ষ্ঠ সংঘায়নে তাঁর বিশাল অবদানের কথা ভো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থ দুই এবং বিদর্শনদুই এ পারসম এ দুর্লভ মহাপ্রাণ ১৯৮২ সালে পরি-নির্বাণ ধাতুতে বিলীন হইলেন।

অহরং সামগ্ৰ্যেঃ ছেয়াদ মহাশিবির

এ মহান পুরুষের নানা বিস্ময়কর ঘটনা থেকে এখানে শুধু একটি ঘটনার কথা অবতারণা করতে চাই।

আজ থেকে চৌদ্দ বৎসর পূর্বে পূজ্য সামগ্ৰ্যেঃ তং তামিয়া ছেয়াদ এর বয়স যখন সত্তর বৎসর তখনই এক মিলিটারী অফিসার কর্তৃক এই মহা-পুরুষের দুলভ জ্ঞান লাভের কথা জনসমক্ষে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ফলে সেই থেকেই দলে দলে তাঁর বর্তমান আবাস স্থলে হাজার হাজার দর্শনার্থী যাতায়াত শুরু হলো পুণ্যার্থীদের সেখানে অন্যান্য অসুবিধার সঙ্গে পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। ভেঙে তাঁর জ্ঞান নেমে ব্যাপারটি অবহিত হয়ে ভক্তদের একটি স্থান দেখিয়ে বললেন “ঐ স্থান থেকে এক কোদাল মাটি তুলে নিয়ে এসো। মাটি তোজার পর দেখা গেলো সেখান থেকেই অনবরত জল উঠা শুরু হলো। সে জলই পরবর্তীতে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হতে লাগলো। বর্তমানে প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের পানীয় জলসহ উক্ত স্থানের জলই সকল কাজে ব্যবহৃত করা হয়। ক্রমাগত জল উঠতে থাকায় স্থানটি বর্তমানে একটি শুকুরের আকার ধারণ করেছে। সে জলগুলো যেমন সুস্বাদু তেমনি বিশুদ্ধ। পূজ্য ভক্তের নাম ব্যবহৃত সুদৃশ্য জল ভর্তি সাদা বোতল সেখানে বিক্রি করা হয় এবং ছোট্ট পারে ভরা ভক্তের আশীর্বাদ তৈল দেয়া হয় দর্শনার্থীদের বোতলের জল সেবন করলে পেটের যে কোন অসুখ সাড়ে এবং কেউ আহাড় খেলে হাতে পারে ব্যথা হলে কিংবা হাত পা মচকে গেলে সেই তৈল মালিশ করলে এতে উপকার উৎকর্ষ পাওয়া যায়।

সামগ্ৰ্যেঃ তং ছেয়াদকে এ যুগের লাভী শ্রেষ্ঠ সীবলী বলে আখ্যায়িত করা হয়। বর্তমান মিয়ানমাতে কয়েকজন জীবন্ত অরহতের মধ্যে তিনি সবচেয়ে

বিশ্বাত এবং সকল শ্রেণীর জনগণের দ্বারা ব্যাপক ভাবে পূজিত। প্রতিদিন তাকে বন্দনা ও দান করতে যাওয়া হাজার হাজার পুণ্যার্থীদের আনাগোনার বর্তমান তার আবাস স্থলটি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বদা মুখরিত থাকে। তাঁকে ভিতি করে পুণ্যার্থীদের দানীয় সামগ্রী প্রদানের দৃশ্য দেখে রূপণ ব্যক্তিরও যেন দান চেষ্টনা মনকে নাড়া দিয়ে তুলে। তাঁকে দান করে পার্থিব ভোগ সম্পত্তি লাভের হেতু হবে এ শ্রদ্ধাবোধ ও বিশ্বাস মিয়ানমার জনগণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাই যে কোন শ্রদ্ধাবান নারী পুরুষ পুণ্য অরহৎ সামগ্র্য তৎ ছেদাদকে উদ্দেশ্যে ফাং করে পূজা বন্দনা দানের দ্বারা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রার্থনা অনুযায়ী কর্ম সম্প্রদান করলে ইহ জীবনে পার্থিব এবং অপার্থিব দু, সম্পদে সমৃদ্ধ হতে পারেন এবং পরকালের জন্য পুণ্য সম্পদ সঞ্চয় করে সুখী হতে পারেন।

—: ০ :—

বিশেষ সূচকতা :

অরহৎ ভক্তদের 'ফাং' করার অন্ততপক্ষে পূর্বদিন অনুষ্ঠান স্থল পরিক্ষা করিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে।

পূজার দিন পূজানুষ্ঠান বিহার-এ হলে বিহারের এবং বাড়ীতে হলে বাড়ীর দু একটি দরজা জানালাসহ সমগ্র অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ী বা বিহারের মূল দরজা-জানালা খোলা রাখতে হবে। দরজার সম্মুখে জুতো রাখা নিষেধ। বাড়ীর শৌচকর্ম করার দরজা বন্ধ রাখা উচিত।

অরহৎ কুলুং ছেয়াদ মহাশিবর

এই জীবন্ত মহান অরহৎ ভক্তে ধ্যান নিরত থাকতেন একটি ফুল পাহের ভূমায়। চটগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় যাকে ‘নখ ফুল গাছ’ বলা হয়। এ গাছটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর ছয় মাস একদিকে ফুল ফুটে বাকী ছয় মাস তার বিপরীত দিকে ফুল ফুটতো। পূজ্য ভক্তে গাছটির ভূমায় ধ্যান করতে করতে তাঁর সমস্ত শরীর ‘নখ ফুলের’ সুগন্ধের মতো এখনও সারাক্ষণ সূতাসিত হয়ে থাকে। যারা তাঁর হস্ত-পদ স্পর্শ করে সেবা পরিচর্যা এবং পূজা করেন তাঁদের শরীর ও সুখাণ হয়ে যায়। এবং এ সুখাণ ছয় থেকে সাত দিন পর্যন্ত বলবত থাকে। তাঁর ডান হাতের ঝুড়ো আজুলে সামান্য ক্ষা দিলে আজুলে বুদ্ধমূর্তির একটি প্রতি-কৃতি ভেসে উঠে।

এক সময় তাঁর বিহারের পাশে একটি চালকুমড়া গাছে একটি চাল কুমড়া ধরে। মিয়ানমায়ের বৌদ্ধ জনগণ সচরাচর গাছে প্রথম ফল ধরলে সেই ফল নান্না করে বুদ্ধপূজা এবং ভিক্ষুসংঘের উদ্দেশ্যে দান করেন। এ ক্ষেত্রেও ভক্তের ভক্তরা চাল কুমড়াটি তুলে নেবার জন্য ভক্তের কাছে অনুমতি চাইলে ভক্তে তাতে বাঁধা প্রদান করেন। তিনি বললেন, “ওটা ছিড়ো না।”

ফলে পুনঃ ওটা কেউ ছিড়তে যায়নি। এরপর ধীরে ধীরে চালকুমড়াটি পত্রিপক্ক হবার প্রাক্কালে দেখা গেলো এটি একটি বুদ্ধমূর্তির আকৃতির রূপ ধারণ করছে। পত্রিপূর্ণ বুদ্ধরূপ প্রকাশিত হওয়ার পর ভক্তরা এটি গাছ থেকে তুলে নিয়ে মহা সমারোহের সঙ্গে পূজ্য ভক্তের কাছে দান করলেন। ভক্তের হাতে এখন যেই ছবিটি দেখা যাচ্ছে এটি সেই বুদ্ধমূর্তি।

তিনি অহাস্য হিসাবে কেবল ফল গ্রহণ করেন বলে প্রতিদিন অজস্র নানা

প্রদেয় ফল মূল দান করেন তাঁর দর্শনাথী এবং পূজারীরা।

যাঁরা ফল মূল খেতে পান না কিন্তু খেতে ইচ্ছুক, তাঁরা পূজা ভক্তকে ফাং.
পূজা এবং প্রার্থনা করলে সে ইচ্ছে পূর্ণ হয় বলে সকলে বিশ্বাস করেন।

জীবন্ত অরহৎ উত্তমাসার ছেয়াদ মহাঋষি

পূজ্য অরহৎ ভক্তের নানা অলৌকিক ঘটনার মধ্যে একটি অলৌকিক ব্যাপার
হচ্ছে তিনি যখন মনে মনে সূত্রাদি পাঠ করেন তখন তার সম্মুখে রঞ্জিত
জল পাত্রে রাখা জল গুলো ধীরে ধীরে ফুটে শুরু করে। যা দর্শন করে
পূজারীদের বিস্ময়বিশ্রিত শ্রদ্ধাঘোষ জাগ্রত হয়। সাধারণত তাঁকে দর্শনাথী
এবং পূজারীরা তাঁর দেয়া জল ঔষধ সেবন করে নানাভাবে উপকৃত হন
বলে শোনা যায়।

অরহতোগম সাধনানন্দ মহাঋষি (বনভূক্ত)

দিব্যজ্ঞানের অধিকারী বিমুক্তিরসের উজ্জল পথিক বনচান্দী পূজ্য বনভূক্ত
একজন পরচিত্ত বিজ্ঞানন জ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষ। পরচিত্ত পর্যায় জ্ঞান
সম্পন্নগণ নিজ চিত্ত দ্বারা অন্যের সন্নাগ (সতৃষ্ণ) চিত্ত, বীতদোষচিত্ত,
সম্মোহচিত্ত (অবিদ্যায়ুক্ত চিত্ত), বীতস্নাগ চিত্ত, সদোষচিত্ত (হিংসাক্রিত্ত),
বীতমোহচিত্ত, সংক্লিপ্ত চিত্ত, বিক্লিপ্ত চিত্ত, সমাধি প্রাপ্ত চিত্ত (মহদগত চিত্ত)
সমাধিহীন চিত্ত, অন্তর্ভীর্ণচিত্ত, উত্তীর্ণচিত্ত, সমাধিত চিত্ত, অসমাধিত চিত্ত,
বিমুক্তচিত্ত, অবিমুক্ত চিত্ত, প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানেন।

বনভূক্তে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত এবং অনুপস্থিত লোকের মনের উল্লেখিত
সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবহিত হতে পারেন। ভক্তে সকলেরই মনের
কথা বুঝতে পারেন বলে দর্শনাথীরা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর কাছে গমন

না করলে তত্তে সঙ্গে আলাপ করেন না। তাঁর কোন দানীয় সামগ্রী সরাসরি গ্রহণ করেন না। পাপ সংস্কার বিশিষ্ট লোকদের প্রয়োজনে তিনি বকাবকা করেন। মানুষের জ্ঞানের অভাবে এর কারণ বুঝতে পারেন না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উগাসক উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্তের অনুকূলে দেশনা করে থাকেন। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি—

এক সময় চট্টগ্রাম থেকে আগত দুইজন ভদ্রলোক রাজবন বিহারে বনভন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গমন করেন। তাঁদের মধ্যে একজন বয়স সত্তরোত্তর, অন্যজন মধ্যবয়সী।

বয়স্ক লোকটির ছেলে মেয়ে থাকলেও তাঁকে দেখা শুনা করার কেউ নেই। অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করছেন। ফলে মানসিক নানাবিধ যন্ত্রণায় নিপতিত হয়ে বনভন্তের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। বনভন্তকে গভীর শ্রদ্ধাচিতে বন্দনা নিবেদন করে দুইজনই তত্তের দেশনা শুনছিলেন।

এক সময় বয়স্ক লোকটি বনভন্তেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, তন্তে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং দুগার অস্তিত্ব আছে কি?

তন্তে বললেন—আপনি, বুদ্ধ ধর্ম সংঘ কি জানেন? বাড়ীতে আপনাকে দেখাশুনা করার কেউ নেই? বাকী জীবনটা আপনার কিভাবে কাটবে তারপর অনুসন্ধান না করে ঐ সব জেনে কি হবে?

অপর ভদ্রলোক অবাক হয়ে ডাবছেন উনার যে দেখাশোনা করার কেউ নেই তন্তে সে ব্যাপারটিও অবগত হয়ে গেলেন! আশ্চর্য্য হো! তিনি মনে মনে চিন্তা করছিলেন উনার একবার বাড়ীতে ডাকাতি সংগঠিত হয়েছিল। ডাকাতি কেন হল তন্তের কাছে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু উনি কথাটি জিজ্ঞেস করার পূর্বেই তন্তে উনাকে লক্ষ্য করে বললেন, উনার বাড়ীতে

কেন ডাকাতি হল তিনি তা চিন্তা করছেন। কিন্তু তিনি কি জানেন? পূর্বজন্মে তিনি ডাকাত ছিলেন, তাই এই জন্মে তাঁর বাড়ীতে ডাকাতি হল। ভদ্রলোক দুইজন ভক্তের উত্তর শুনে লজ্জা এবং ভয় পূনঃ আর কিছু জিজ্ঞেস না করে ভক্তের লোকোত্তম ধর্মদেশনা শুনছিলেন।

এবার ভক্তের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনার অবতারণা করছি।

বাঁশখালী থানার অন্তর্গত জলদী গ্রামে ১৯৮৪ সালে জলদী ধর্মরত্ন বিহারের উৎসর্গ অনুষ্ঠানে মহানপূজ্য বনভক্তকে একবার নিমন্ত্রণ করা হয়। ভক্ত সেখানে পৌঁছে ভক্তরা তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বিভিন্ন ফলমূল এবং পানীয় জল তাঁর কাছে নিয়ে যান। বনভক্তে সেসব জিনিস স্পর্শ করে দেওয়ার পর ভক্তরা সে গুলো ঔষধ হিসেবে খাওয়ার পর তাদের রোগমুক্তি ঘটতে দেখা যায়। একথা সেখানে প্রুত লোকমুখে ছড়িয়ে পড়লে নানা আয়গা থেকে প্রচুর লোকজন ভক্তকে দর্শন এবং তাঁর আশীর্বাদ কামনা করতে থাকে। পান্থবর্তী মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছেও ব্যাপারটি নিয়ে প্রচুর কৌতূহল সৃষ্টি হলে, তারা ভক্তের আধ্যাত্মিক শক্তি পরীক্ষা করার জন্যে একটি পাত্র করে কিছু গোমাংস নিয়ে আসে। কিন্তু দেখা গেল, গোমাংস পাত্রের ঢাকনাটি উদ্বেগিত করলে মাংসগুলো জ্বলাপী হয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে এবং শুনে হাজার হাজার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ ভক্তের প্রতি গভীর বিস্ময় এবং শ্রদ্ধায় সেখানে জড়ো হতে থাকে। এরপর ভক্তরা গোমাংসের ছোটপাত্র থেকে উপস্থিত মুসলিম সম্প্রদায় এবং অন্যান্যদেরকে জ্বলাপী বিতরণ করে।

তখন উপস্থিত সকলের মনে এইভাবে উদয় হল। কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত! বনভক্তের কি মহতি অলৌকিক শক্তি! এই পাত্র মাংসহীন অথচ ভক্তের সম্মুখে পাত্র তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তা জ্বলাপীতে পরিণত হল।

এ অমৌকিক ঘটনার পর উপস্থিত সকল নর-নারী বনভ্রমের প্রতি গভীর
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বন্দনা নিবেদন করছে থাকে ।

এ তথ্যটি পরিবেশন করেছে বাঁগখালী জলদী গ্রাম নিবাসী চট্টগ্রাম বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং আমার প্রিয় শিষ্য রিন্টু
বড়ুয়া ।

ডঃ শরণংকর ভিক্ষুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি



ডক্টর শরণংকর ভিক্ষু নামেই যার ব্যক্তিত্ব, যশ এবং গুণের পরিচয়। আধুনিক পথপ্রদর্শক যুবক-যুবতীদের তথ্যঅস্থির মানুষের জন্য তিনি এক অনুকরণীয় আদর্শ। এই দুর্লভ নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত আজ তাঁর সংস্পর্শে আসা উপাসক-উপাসিকা এবং দায়ক-দায়িকাবৃন্দ। বৌদ্ধ নর-নারীগণের পথ প্রদর্শক এই বিরল ধর্মদূত জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর মিয়ানমার (বার্মা) এর পাউগে নগরে। তাঁর নিজ গ্রাম চট্টগ্রাম এর রাউজান থানাধীন বাগোয়ান পল্লীতে। এই মহাবীর্যবান পুরুষের পিতৃদেবের নাম প্রয়াত শাকামিত্র বড়ুয়া এবং রত্ন গর্তিনী মাতার নাম শ্রীমতী নমিতা বড়ুয়া। নানা গুণে গুণান্বিত আট ভাই এর মধ্যে তিনি চতুর্থ।

১৯৯২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Buddhism নিয়ে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তবুও তার কাছে এসব কিছু শ্রিয়মান থেকে তাঁর দূরদর্শী সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রভাবে। তিনি বুঝতে পারলেন, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক প্রেম বন্ধনই তাঁর যৌবনের শেষ অবলম্বন। ইতিপূর্বে হঠাৎ করে তাঁর পিতৃদেব লোকান্তরিত হলেন। যার ফলে জীবন, জগৎ ও প্রকৃতির নির্মম নিষ্ঠুরতা এই যুবককে বৈরাগ্যের কঠোর বেঠনীতে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করলো। সকল পার্থিব জিনিষের এ ধরনের ভঙ্গুরতা ও অস্থায়ীত্ব সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির তীব্র ভাবোদয়ের সৃষ্টি হলো। তাই ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি ১৯৯৪ সালে ২০শে অক্টোবর সকল বন্ধন ছিন্ন করে মাতৃদেবী ও ভাইদের মায়া-মমতার তীব্র আকর্ষণ জাল দ্বি-খণ্ডিত করে উপসম্পদা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করার পর তাঁর গৃহী নাম ডক্টর স্মরণ বড়ুয়া পরিবর্তন করে ডক্টর শরণংকর ভিক্ষু নাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রবক্তা গুরু মহাসাধক শ্রীমৎ আনন্দ মিত্র মহাথেরো এবং উপসম্পদা গুরু শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় মহাথেরো। তাঁর ভিক্ষুত্ব জীবনের এই ছোট্ট অধ্যায়ে তিনি তাঁর অবিচল চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের গুণে লাভ করেছেন বিশ্বয়কর অনেক কিছু। এর মধ্যে মিয়ানমার (বার্মা)-এর বিখ্যাত অরহৎ Mahashi Meditation Centre কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ উল্লেখযোগ্য। ধ্যান সমাধিতে তিনি শান্তির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন বশে, তিনি ভারতের হুগলির বাঁশবনে, অরণ্য চালের অরণ্যে এবং বাংলাদেশের রাঙ্গামাটির গভীর পার্বত্য অরণ্যে ধ্যান করে তাঁর মহাবীর্যবন্তা এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম শান্তির ও সুখের। এখানে কোন পাওয়ার শেষ নেই, আনন্দ শুধু জ্ঞানদানে। যার সাম্প্রতিক প্রমাণ পূজনীয় ডঃ শরণংকর ভিক্ষু। বুদ্ধের সেবক এ জগতের সকল অরহতের পূজারী এই বিরল ধর্মদূত বর্তমানে পথপ্রদর্শক বৌদ্ধ সমাজে ধর্মীয় নব জাগরণ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন পৌত্তলিক পূজার ধর্মকে তিনি দ্রাস্ত প্রমাণ করেছেন বুদ্ধের মহান বাণী দুঃখমুক্তি পিপাসুদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে। নতুন করে তিনি এই বৌদ্ধ সমাজকে প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মালম্বী হিসেবে তৈরী করার চেষ্টায় নিয়োজিত। এর উৎকৃষ্ট ও জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর সান্নিধ্যে আসা বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জের ভক্তবৃন্দ। এর মধ্যে মহামুণি পাহাড়তলী গ্রাম অন্যতম। মানুষকে মানবধর্মে আকৃষ্ট করে তিনি আজ পুণ্যার্থীদের পূজ্য। তিনি অস্থির চিত্ত ও বিক্ষিপ্তমনা মানব সমাজকে নিয়মিত ধ্যান অনুশীলনে বসিয়ে সুখ শান্তির ছোঁয়ায় উদ্বুদ্ধ করে মহান ত্যাগের মহাপরিচয় দিচ্ছেন। বুদ্ধের আদর্শ ও সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত ধর্ম ইতিমধ্যে অনেকের মাঝে এক নতুন ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করেছে এই দুঃপ্রাপ্য জ্যোতিষ্কের কল্যাণে। বুদ্ধ আচরিত পথ অনুশীলন করে তিনি যা পেয়েছেন, বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত জীবন্ত অরহতদের সান্নিধ্যে থেকে যে শিক্ষা নিয়েছেন তাই আজ তাঁর অভূতপূর্ব ধর্মদেশনার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নি হিসেবে দৃশ্যমান।

তারিখ : চট্টগ্রাম,
৯ ফেব্রুয়ারী '৯৬।

পরিতোষ বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার কমিটি